182.Od.910.14.

জেঠা মহাশয়।

শ্রীআশুতোষ মিত্র বি, এল,
প্রণীত।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী,
২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
সন ১৩১৭ সাল।

মূল্য ।০ আনা।

কলিকাতা,
শ্যামবাজার, ৫ নং শান্তিরাম ঘোষের ষ্ট্রীট,
"কেশব প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্"
প্রিণ্টার—শ্রীশ্রীমন্ত রায় চৌধুরী

ইহার ভাষা।

ইহাতে যে ভাষা ব্যবহার করিয়াছি, তাহা প্রকৃত সাহিত্যব্যবসায়ীদের হয়ত অনুমোদিত হইবে না। আমার প্রধান উদ্দেশ্য, মনের ভাব প্রকাশ করা। তজ্জন্য আমি ইংরাজী, সংস্কৃত কি উর্দ্দু সকল প্রকারের কথাই ব্যবহার করিয়াছি। বিবেচক ব্যক্তিগণে অনেকেই বুঝেন যে, ইংরাজী ভাষার এত তেজস্বিতা এইজন্য যে তাহা নানা ভাষা হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া নিজের শরীরের পুষ্টিসাধন করিয়াছে ও করিতেছে। কোন ইংরাজী অভিধান খুলিয়া দেখুন যে পাকা, কাঁচা, জঙ্গল ইত্যাদি কথা ঐ অভিধানভুক্ত হইয়াছে। ভাষার প্রধান উদ্দেশ্য মনের ভাব প্রকাশ। যে ভাষা অধিকাংশ লোকে বুঝে, তাহাই প্রকৃত ভাষা। প্রথমে ভাষা, পরে ব্যাকরণ। সংস্কৃত ভাষা জন্মিবার পর পাণিনি ও বোপদেব জন্মিয়াছেন। অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজের অধ্যাপকেরা একত্রিত হইয়া স্থির করিয়াছেন যে, সাধারণ ভাষা (slang or colloquial) সাহিত্যের ভাষা অপেক্ষা তেজস্বিনী ও

স্পষ্টভাব-প্রকাশক। এ দেশের দুই একটী গভর্ণমেণ্ট মন্তব্যর্তেও এইরূপ প্রকাশ যে, বঙ্গসাহিত্য সাধারণের বাঙ্গালা হইতে অনেক দূরে পড়িয়াছে, এবং তাহা যত কম হয় ততই ভাল। একটী দৃষ্টান্ত,—৬০ কি ৭০ বৎসর পূর্ব্বে নিধুবাবু গান রচিয়াছিলেন,—"না হ'তে প্রেম-মিলন লোকে কলঙ্ক রটালে।" বর্ত্তমানের গান রচয়িতারা সেই ভাবটি এই কথায় প্রকাশ করিয়াছেন—"আমার কাঁচা পিরীত পাড়ার লোকে পাক্‌তে দিলে না।" দেখিতে পাওয়া যায় যে, শেষ গানটিই অধিক মুখরোচক হইয়াছে। নতুবা অনেক গ্রামফোন রেকর্ডে উহা দেখিতে পাওয়া যাইত না।

আর কতকগুলি কথার কোন বাঙ্গালা নাই ও হইতে পারে না; যেমন, "রেলওয়ে ষ্টেশন।" এইরূপ কথাগুলি আমি বাঙ্গালা অক্ষরে লিখি নাই, ইংরাজী অক্ষর বা Roman Characterএ লিখিয়াছি। যে শ্রেণীর লোকে পুস্তক পড়েন, তাঁহাদের অধিকাংশই ঐ অক্ষর চেনেন ও পড়িতে পারেন। রেলওয়ে ষ্টেশন বাঙ্গালা অক্ষরে লিখিলেও তাহা ইংরাজী কথাই রহিল।

বিনীত নিবেদক—

জেঠা মহাশয়।

সূচনা

অতি পুরাকালে স্বয়ং ভগবান্ ব্রহ্মা মহর্ষি বাল্মীকিকে নিম্নলিখিত কথাটী বলিয়া অন্তর্ধান হইলেন,—

যাবৎ স্থাস্যন্তি গিরয়ঃ সরিতশ্চ মহীতলে।
তাবদ্রামায়ণকথা লোকেষু প্রচরিষ্যতি॥

অতএব ব্যাধ কর্ত্তৃক ক্রৌঞ্চ মিথুনের পুরুষটী তোমার সমক্ষে বাণ-বিদ্ধ হইয়া, ভূতলে নিপতিত হইবামাত্র তোমার মুখ হইতে যখন ছন্দবদ্ধবাণী বহির্গত হইয়াছে,—

(মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্॥)

তখন তুমি "পুণ্যাং শ্লোকবদ্ধাং মনোরমাং রামকথাং কুরু।"

মধ্যকালে মহাকবি কালীদাস রঘুবংশের আরম্ভে লিখিয়াছেন,—

মন্দঃ কবিযশঃ প্রার্থী গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্।
প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাৎ উদ্বাহুরিব বামনঃ॥

ইহা একটু কঠিন সংস্কৃত বলিয়া ইহার ভাবার্থ টুকু দেওয়াই ভাল। তাহা এই—বামন যেরূপ

চাঁদে হাত বাড়াইয়া উপহাসাস্পদ হয়, সামান্য আমিও কবিযশের প্রার্থী হয়ে বিস্তার রঘুবংশের বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইয়া সেইরূপ হাস্যাস্পদ হইব।

আমাদের বর্ত্তমানকালেও মহর্ষি কিম্বা মহাকবি, না হইলেও (বড় একটা ছোটখাট কেও, কেটাও নহেন) মাইকেল (মধুসূদন দত্ত পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক) মেঘনাদবধ এই বলিয়া আরম্ভ করিয়াছেন,—

"গাহিব, মা, বীররসে ভাসি মহাগীত.........
রচিব মধুচক্র, গৌড়জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।"

অতএব দেখা যায় যে, কেহ একটা বড় কাজ ফাঁদিবার পূর্ব্বে কর্ম্মকর্ত্তার স্বীয় প্রতীভাবলেই হউক বা অন্য কোন কারণেই হউক—বুঝিতে পারেন যে একটা বড় কাজে হাত দিয়াছেন। এই জন্য দুন্দুভিধ্বনি করিয়া তাহা আরম্ভ করেন। এইতো "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা"। কিন্তু আমি তো একটী মনসা পূজার মনস্থ করিয়াছি—আমার গভীর মৃদঙ্গ আওয়াজ তো শোভা পায় না। কি জন্য পাখোয়াজে চাটি দেই ও দুন্ পরদুনের আওয়াজ তুলি। পাখোয়াজে চাটি তো কখন দেইও নাই কি দিতে কখন শিক্ষাও করি নাই;

কিন্তু কি জানি হঠাৎ মনে এরূপ দুরাশা হইল কেন? এ সব সেই মহামায়ীই জানেন। তবে এইটুকু বলিতে পারি যে, মনসা-পূজাতেও মহাজনের পথ অনুসরণ করিয়া লোকে ঢোল, ঢাক বাজায় এবং মনের আনন্দে অনেক নেচে কুঁদে বেড়ায়।

একটা বড় ভয় হচ্ছে—অর্দ্ধবুড়া জেঠামহাশয়টিকে এ বয়সে সামান্য পাড়াগেঁয়ে বেশ-ভূষায় কিরূপে লোকালয়ে পাঠাই। বেশভূষা সম্বন্ধে বড়ই ভয় হইতেছে। এই এখনকার দিনে যখন ভদ্রলোকে আক্‌ছার্ তিন চারি টাকার সার্ট গায়ে দেয়—তখন সেই সেকালের পীরাণ পরা জেঠামহাশয়টিকে কিরূপে লোকালয়ে বাহির করি। জেঠামহাশয়টীও নিতান্ত নরম লোক নহেন। ধাঁ করিয়া তাঁহাকে কেহ কিছু বুঝাইতে বা করাইতে পারে এরূপ বোধ হয় না। তারপর আমাদের সামর্থ্যও তো নাই যে তাঁহাকে ভাল পোযাক আশাক করাইয়া দিয়া বাহির করি। আগে তো সামর্থ্য তারপর কি পোযাক করিলে ভাল হয়, ইত্যাদি। কিন্তু আবার একটা কথা—ভাল পোযাক "না হইলে বাহির হইব না" সেটা তো খোস্ পোযাকী ছোক্‌রা বাবুদের মনের ভাব। জেঠামহাশয় তো প্রায়

"পঞ্চাশ ঊর্দ্ধে বনং ব্রজেৎ" হতে বসিয়াছেন। পোষাক-ছুচ্ছা তো তাঁহার প্রায় নাই বলিলেই হয়; আর তিনি যে হঠাৎ হোঁটে যাবার লোক তাহাও নহেন (He can well be left to maintain his own in any sphere of life)। তাহার দৃষ্টান্ত-স্বরূপ একটী কথা বলিলেই চলিবে। জেঠামহাশয়ের নিবাস, হুগলী জেলার অন্তর্গত ধাব্ধাড়া গুবিন্দিপুর। তাঁহাকে তারকেশ্বরের রেলওয়ে দিয়া কলিকাতায় আসিতে হয়। আমি ছুইটার ট্রেনে বসিয়া আছি; হঠাৎ দেখি, জেঠামহাশয় হরিপাল নামক ষ্টেসনে গাড়ীতে উঠিলেন। তিনি হাঁপাইতেছেন ও জুতাজোড়াটী হাতে—পায়ে হাঁটুর নীচে অবধি ধুলা ও কাদা। বোধ হইল, তিনি অনেক দৌড়িয়া আসিয়া ট্রেন ধরিয়াছেন। সে দিন রবিবার—ইণ্টারমিডিয়েট্ ক্লাশে অনেক গুলি কলিকাতা অঞ্চলের বাবু (পোষাক দেখিয়া বোধ হইল) ছুটীতে তারকেশ্বর গিয়াছিলেন; ফিরিয়া আসিতেছেন—অনেক গুলি ইয়ারবন্ধু একত্র হইয়াছেন, খুব স্ফূর্ত্তিতে আছেন, সকল কথা ও কার্য্যেই ফষ্টি-নষ্টি, রংতামাসা চালাইতেছেন। জেঠামহাশয়কে এরূপ অবস্থায় গাড়ীতে ঢুকিতে

দেখিয়া, বোধ হয় বাবুটীর মনে হইয়াছিল, পাড়াগেঁয়ে লোক গুলা এইরূপই বাঁদর; হাঁপাইতেছেন আর হাঁটু অবধি ধূলা এক মূর্ত্তি এসে—ইস্ত্রী করা কফ্ কলার আঁটা জামা পরা ঐ সমস্ত বাবুদের মধ্যে বসিলেন। যাহা হউক, যখন তিনি ডেড়াভাড়া গাড়ীর টিকিট কিনিয়া ঢুকিয়াছেন, বাবুদের হঠাৎ তাঁহাকে বাহির করিয়া দিবার সুবিধা নাই; কাজেই মনে করিলেন কি করা যায়। এই পাড়াগেঁয়ে ভূতটাকে লইয়াই মজা করা যাক্। একটী বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয়ের নিবাস? জেঠামহাশয় উত্তর করিলেন, আপাততঃ এই গাড়ীতে। দেখিলেন ভূতটা নেহাৎ সোজা নহে। আজ্ঞে আপনার সহিত পরিচিত হইতে চাই, তাই আরও দুই একটী কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হইতেছে। জেঠামহাশয়,—"একটু পরে, দৌড়ে এসে ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছি; একটু ঠাণ্ডা হই।" কিয়ৎক্ষণ পরে বাবুটী আবার জিজ্ঞাসিলেন, আপনার নিবাস? উত্তর—"ধাব্ধাড়া গুবিন্দিপুর।" বাবুটী আর থাকিতে পারিলেন না—হাসিয়া বলিলেন, কি মহাশয়! এদিকে এমন সব ভাল ভাল গ্রাম রয়েছে—হরিপাল, সিঙ্গুর, গোবিন্দপুর; আপনি কি একটা "ধাব্ধাড়া" নাম করিলেন।

জেঠামহাশয় নিরুত্তর হইয়া রহিলেন; কিন্তু তাঁহার মুখে একটু বিরক্তির ভাব প্রকাশ পাইতেছিল, পরে উত্তরে বুঝা গেল যে তিনি একটা ভালরূপ জবাব ভাবিতে ছিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সেই বাবুটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয়ের নাম? উত্তর—সুরেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়। জেঠামহাশয—আজ্ঞে আমরা পাঁড়াগেঁয়ে লোক; বাপের নাম জিজ্ঞাসা করে থাকি—মনে কিছু করিবেন না। আপনার পিতার নাম? উত্তর—হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। আজ্ঞে কলিকাতায় কত বড় বড় লোক রহিয়াছেন—যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, রাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ, ঈশ্বর বিদ্যাসাগর, কৃষ্ণদাস পাল, আর আপনি কি একটা "হরেকৃষ্ণ মুখুজ্জে" নাম করিলেন। সমস্ত গাড়ীশুদ্ধ লোক হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। একজন আনন্দের ঢেউ সাম্‌লাইতে না পারিয়া "বহুৎ-আচ্ছা, বাবা পাড়াগেঁয়ে কি জয়" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। দেখিলাম জেঠামহাশয়ের মুখে হাসির লেশমাত্র নাই—নিবাতনিষ্কম্পমিব প্রদীপম্ বসিয়া রহিয়াছেন; আর যেন (Waterloo) ওয়াটার্লুর যুদ্ধ জয় করিয়া লোকের স্ফুট অস্ফুট ধন্যবাদ লইতেছেন।

ইত্যাদি সাত পাঁচ ভাবিয়া (To come to the thread of our narrative)—যখন জেঠামহাশয়ের লোকালয়ে বাহির হইতে ইচ্ছা হইয়াছে তখন তাঁহার ভাল জামা নাই, ভাল পোষাক নাই, (অর্থাৎ তাঁহার ভাষা—কদর্য্য, অপরিমার্জ্জিত) ইত্যাদি অপেক্ষাকৃত তুচ্ছ বিষয়ের দিকে দৃষ্টি করিয়া তাঁহার গতিরোধ করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। তিনি তো ভদ্র-সমাজেই যাইতেছেন, সেখানে অনেক লোক আছেন, যাঁহাদের পোষাকের দিকে বিশেষ লক্ষ নাই; সেই লোকালয়েই কত যোগীঋষি মহাপুরুষ আছেন—ভিতরের জিনিষটা কি রকমের সেই দিকেই তাঁহাদের বিশেষ দৃষ্টি। জেঠামহাশয়ের কোন গুণ থাকে, কোন রকমে উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন; না হয় এ জীবনের মত তাঁহার সহিত এই শেষ বিদায়।

জেঠামহাশয়টি কে ?

তাঁহার নিবাস কোথায়, কত বয়স ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর পূর্ব্বেই দিয়াছি। কিন্তু এখনও কএকটা বড় বড় জিজ্ঞাসার কথা বাকী রহিয়াছে। হঠাৎ তিনি লোকালয়ে বাহির হইলেন। তথায় সকলেই তাঁহার অপরিচিত; তিনিও কাহাকেও চেনেন না, তাঁহারাও তাঁহাকে চেনেন না। চেনা মুখের সাতখুন মাপ। এবার গ্রামের বারওয়ারীতে গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রা হইবে। হরেকৃষ্ণর মোকদ্দমায় কৌন্‌সুলি-পাল সাহেব আসিবে। সে অঞ্চলের লোকেরা গোবিন্দ অধিকারীকে কখন দেখে নাই; পাল-সাহেবকেও কখন দেখে নাই; কিন্তু তাঁহারা জনসমাজে পরিচিত লোক; তাঁহাদের নিবাস কোথায়, বয়স কত ইত্যাদি প্রশ্নের কোন আবশ্যক নাই। যখনই শুনিতে পাইল গোবিন্দ অধিকারী আসিতেছে, অমনি পার্শ্ববর্ত্তী পঞ্চাশখানা গ্রামের লোক ভাবিতে লাগিল কোন্ নিকটস্থ কুটুম্ব বাড়ী যাইয়া গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রার ষোল আনা শুনিতে পাইবে। আকৃড়াই বাজনা হইতে আরম্ভ করিয়া যাত্রা ভাঙ্গা অবধি

সবই শুনিতে হইবে—একটী কথা একটী গানও বাদ না যায়। জেঠামহাশয়ের যখন দশ বৎসর বয়স তখন তাঁহার পার্শ্ববর্তী গ্রামে একবার গোবিন্দ অধিকারী যাত্রা করিতে আসিয়াছিল; অতএব সে সম্বন্ধে কোন কথা লিখিতে তাঁহাকে কবি-কল্পনার আশ্রয়গ্রহণ করিতে হইবে না। সে সব কথা যেন কাল হইয়াগিয়াছে। গোবিন্দর ছবি, সে যাত্রার ছেলেদের ছবি, সে সব ঘটনা তাঁহার হৃদয়মন্দিরে যেন জীয়ন্ত দেবতার মত বসিয়া রহিয়াছে। দুঃখের বিষয় তিনি চিত্রকর নহেন। তিনি painter's brush (চিত্রকর-তুলিকা) ও ধরিতে জানেন না এবং কবির লেখনীও কখন ধরেন নাই; ধরিতে জানেন এরূপ তাঁহার বিশ্বাসও নাই। কবিও চিত্র অঙ্কিত করেন, চিত্রকরও তাহাই করেন—তবে একজন লেখনী দ্বারা ও অন্যে তুলিকা দ্বারা; উভয়েরই কার্য্য এক, তবে কার্য্যকরণোপযোগী যন্ত্র ভিন্ন মাত্র। কথাটী আর একটু স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া ভাল বলিয়া বোধ হয়। মনে করুন, হিমালয় পর্ব্বত অঙ্কিত করিতে হইবে। চিত্রপটে কেহ কেহ তুষারধবলাকৃতি-বিশাল হিমালয় পর্ব্বত অঙ্কিত দেখিয়া থাকিবেন। ইহা চিত্রকর তাঁহার তুলিকাদ্বারা নানারংয়ে অঙ্কিত করিয়াছেন। আবা

মহাকবি কালিদাসও সেই চিত্র, তাঁহার কুমার-সম্ভবের আরম্ভে লেখনী দ্বারা অঙ্কিত করিয়াছেন—"পূর্ব্বাপরৌ তোয়—নিধিংবগাহ্য স্থিত পৃথিব্যা ইব মানদণ্ড" ইত্যাদি। যিনি স্বচক্ষে হিমালয় পর্ব্বত দেখিয়াছেন, তিনিই বলিতে পারেন যে কালিদাস তাঁহার লেখনী দ্বারা কি জীবন্ত হিমালয় পর্ব্বতের মানচিত্র জগতের চক্ষে তুলিয়া ধরিয়াছেন—কি কবিত্ব, কি প্রতীভাশক্তি। বার বৎসর পূর্ব্বে জেঠামহাশয় একবার দার্জিলিং বেড়াইতে গিয়াছিলেন। প্রাতে সাতটার সময় তিনি সিলিগুড়ি ষ্টেসনে নামিলেন—গাড়ী বদলাইতে হইবে। সেই স্থান হইতেই দার্জিলিং হিমালয়ের রেল আরম্ভ হইয়াছে—অর্থাৎ রেলগাড়ী সেই স্থানে হিমালয় পর্ব্বতে উঠিতে আরম্ভ করিয়া, উঠিতে উঠিতে বেলা একটার সময় দার্জিলিং ষ্টেসনে গিয়া তখন পৌঁছিত। সিলিগুড়ি ষ্টেসনে গাড়ী হইতে নামিয়া জেঠামহাশয় এক অপূর্ব্ব-দৃশ্য দর্শন করিলেন—তাহা তুষার ধবলাকৃতি বিশাল হিমালয় পর্ব্বত। দেখিয়াই তাঁহার পনর বৎসরের পূর্ব্বের পড়া কুমার-সম্ভবের হিমালয় বর্ণনা মনে পড়িল—বলিয়া উঠিলেন "ধন্য কবি কালিদাস।" তাঁহা বন্ধুটীকে উদ্দেশ্য করিয়া আরও বলিয়া উঠিলেন,

আমার সমস্ত শ্রম ও খরচ সফল হইল। (I am amply repaid for the troubles and expenses of the journey to Darjeel ing) কিন্তু দেখ কোথায় গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রা বলিতেছিলাম, আর কোথায় দার্জিলিং গিয়া পড়িয়াছি—ইহা ত কম অপ্রাসঙ্গিক (Digression) নহে; কিন্তু জেঠামহাশয় কিছু আইন পড়িয়াছেন; তিনি মস্ত এক অকাট্য প্রিভি কাউন্সিল্ (Privy Council) নজীর দিয়া বসিলেন, বলিলেন যে, বেদব্যাস ১০ পৃষ্ঠায় কি ৫০ পৃষ্ঠায় মহাভারত লিখিতে পারিতেন না? মহাভারতের মুল বিষয়টা (Skeleton) কি ১০ পাতে কি ৫০ পাতে তাহার সমস্তই একরূপ লেখা যাইতে পারিত না? তবে বৃহৎ অষ্টাদশ পর্ব্ব লিখিয়া বসিলেন কেন? তাহা কি আগাগোড়া Digression নহে? বোধ হয় বেদব্যাসের আমলে প্রমাণ আইন (Evidenc act) কি উকীল কৌন্সুলি ছিল না—নচেৎ অপ্রাসঙ্গিক (irrelevant) বলিয়া আপত্তি উত্থাপন করিয়া অষ্টাদশ পর্ব্বের পনর আনা তিনপাই পরিত্যাগ করাইয়া দিতে পারিতেন; কিন্তু ফলে তাহাতে জগৎ অথবা হিন্দু-জগৎ লাভবান্ (gainer) হইত কি ক্ষতিগ্রস্থ (loser) হইত বুঝিতে পারা যায় না।

যাহা হউক এখন গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রা পুনরায় ধরা যাউক। ঐ গ্রামের বারোয়ারির পাণ্ডারা দুই বৎসর উমেদারী করিয়া গোবিন্দকে একবার আনিতে পারিয়াছিলেন। বড় বড় ডাক্তার উকীল, কৌন্সুলির ন্যায়, তাহারও বার পাওয়া যাইত না—দুই এক বৎসর পূর্ব্বেই তাহার বায়না হইয়া যাইত (engagements already booked) ঐ বারোয়ারির পাণ্ডারা বড় বাহাদুর লোক ছিল, তাই দুই বৎসর উমেদারী করিয়াই গোবিন্দ অধিকারীকে আনিতে পারিয়াছিল। বৈদ্যবাটী রেলওয়ে ষ্টেসনে নামিয়া ধাবধাড়া পৌঁছাইতে চৌদ্দমাইল রাস্তা। গোবিন্দ অধিকারী আসিবার জন্য ঐ পথে পাল্কীর বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। বেলা এগারটার সময় জেঠামহাশয় (তখন দশ বৎসরের বালক) সম্মুখস্থ সদর পুষ্করিণীতে স্নান করিতেছেন, হঠাৎ দূর হইতে পাল্কী বেহারার আওয়াজ উঠিল। ঐ দেশের দুলে বেহারাদের পাল্কী যত আগুক্ আর নাই আগুক্ হাঁকুনিতে গ্রাম তোলপাড় করিয়া ফেলিত—আর ধাবধাড়ার ঐ সামান্য গ্রাম্যপথে প্রত্যহই যে পাল্কী যাইত এমনও নহে—শীঘ্রই বুঝাগেল যে ঐ পাল্কীতে গোবিন্দ অধিকারী আসিতেছে। গ্রামে একটা চর্চ্চা পড়িয়া গিয়াছে। পূর্ব্বেই যাত্রার দিনস্থির

ছিল। গ্রামে প্রতি ঘরে ঘরে দুইদশজন কুটুম্ব আসিয়া পড়িয়াছে, সকলেই মহানন্দে আছে। পরদিন গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রা শুনিবে। যাত্রার আসরে স্থান পাইবে না ভাবিয়া নিকটস্থ দশ কুড়িখানা গ্রামের লোকে রাত্রি দুইপ্রহর ১টা হইতে দলে দলে আসিয়া আসরে বসিয়া যাইতে লাগিল; সকলেই কিন্তু জানিত যে, গোবিন্দ ভোর না হইলে আসরে নামিবে না; তত্রাচ চার পাঁচ ঘণ্টা পূর্ব্ব হইতে মানুষ জমিতে লাগিল। ইহার কারণ কি, তাহা এই যে গোবিন্দের প্রতিভাশক্তির আলো অনেক বৎসর পূর্ব্ব হইতে গ্রামে গ্রামে পৌঁছিতেছিল—অতএব গোবিন্দ পরিচিত। পল্ সাহেবও তাঁহার ব্যবসায়ে একজন প্রতিভাশালী, নামজাদা লোক ছিলেন—আর গোবিন্দ যাত্রার আসরে পাকা বিন্দে দূতী ছিল। সেও বক্তৃতা করিত; তবে উনি আদালতে, আর তিনি আসরে—জিনিষ একই—উভয়েই বক্তৃতায় বীর। বাঙ্গালীর অনেকেই বক্তৃতায় বীর,—কেবল কথা, কার্য্য জানে না ইত্যাদি নানা নিন্দাবাদ শুনিতে পাওয়া যায়। নিন্দাও কতকটা ঠিক বটে, তবে কিছু অতিরিক্ত হইয়া গিয়াছে—সর্ব্বম্ অত্যন্তগর্হিতম্; সেই জন্য বক্তৃতার সাপক্ষে দুই একটা কথা বলিতে হইল।

জেঠামহাশয় নিজে বক্তৃতাব্যবসায়ী নহেন; বরং তাঁহার ব্যবসা তাহার উল্টা, - সে ব্যবসায়ে বক্তৃতা একেবারে নাই, মস্তিষ্ক ও লেখনী পরিচালনই প্রধান কার্য্য। অতএব কেহ বলিতে পারিবেন না, তিনি বক্তৃতাব্যবসায়ী; তাই বক্তৃতার পক্ষপাতী। বক্তৃতায় যে যত পারুক নিন্দা করুক, ব্যবসাটা বড় উচ্চদরের, ধাঁক'রে ভাইসরয়ের কাপ (Viceroy's Cup) ঘোড়দৌড়ের সর্ব্বোচ্চ প্রাইজ নগদ ২০,০০০৲ বিশ হাজার টাকা, আর ভাইসরয়ের দেওয়া ১০০ একশত পাউণ্ডের ১৫০০৲ টাকা (Cup) বা বৃহৎ রূপার বাটী মোট ২১৫০০৲ টাকা মারিয়া দেওয়া যায়। তবে বক্তৃতাটায় মস্তিষ্ক পরিচালনের পরিচয় চাই, কেবল বাক্যচ্ছটায়, বক্তৃতায় ঐ পুরস্কার (prize) পাওয়া যায় না। দুই একটা বড় দৃষ্টান্ত দিলেই কথাটা বেশ পরিস্ফুট হইয়া যাইবে। বোম্বের গোখ্‌লে, বাঙ্গালার সুরেন্দ্র বাঁড়ুয্যে; হাইকোর্টের বর্ত্তমান সিংহ মহাশয় ও রাসবিহারী ঘোষ ইহাঁরা কি বক্তৃতার বীর নহেন? ইহাঁরা সকলেইত যে যাহার ব্যবসায়ে ভাইসরয়ের কাপ্‌ মারিয়াছেন; কিন্তু কোন্ মহামন্ত্রের বলে ঐ দেবারাধ্য প্রাইজ মারিয়া দিলেন। বক্তৃতা কি তাঁহাদের সেই মহামন্ত্র নহে? তাঁহারা যখন দৈনিক

জীবন-সংগ্রামে বাড়ী হইতে বাহির হন, তখন তাঁহাদের হাতে কোন ঢাল, খাঁড়া কি কামান, বন্দুক ত কেহ দেখে না—তবে কোন্ মহামন্ত্রের বলে তাঁহারা দৈনিক জীবন-সংগ্রাম জয় করিয়া বাটী ফিরিয়া আসেন? যেখানে তাঁহারা যান সেইখানেই তাঁহাদের জয়ধ্বনি উঠে। রাসবিহারী ঘোষ ও মিষ্টার এস্, পি, সিংহ প্রতিদিন হাইকোর্টে যান, সেটা ত একটা কুরুক্ষেত্র বলিলেও চলে,—সেখানে উকীল কৌন্সুলি, জজ—কত কত বীর, মহাবীর বসিয়া আছেন। প্রতিদিনই সেখানে তুমুল সংগ্রাম বাধে; সিংহমহাশয় কি ঘোষজা মহাশয় (উভয়ই লেখকের অপরিচিত) মধ্যে মধ্যে পরাজিতও যে না হয়েন এমন নহে, এমন কি তাঁহারা উভয়েও কখন কখন সংগ্রাম বাধাইয়াছেন,—কিন্তু হারুন বা জীতুন প্রতি সংগ্রামেই তাঁহাদের বীরত্বের বিকাশ আরও প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে। কলিকাতায় ভাইস্-রয়ের কাপ্ ত তাঁহারা মারিয়াইছেন—তাঁহাদের কার্য্যক্ষেত্র যদি বিলাত হইত, তাহা হইলে তাঁহারা উভয়েই বা তাঁহাদের মধ্যে কেহ হয়ত (Derby) ডারবিও (বিলাতী ঘোড়দৌড়ের প্রধান) মারিয়া দিতে পারিতেন। মর্‌লে সাহেবের নূতন (Reform Scheme)(এইখানেই জেঠামহাশয় ধরা পড়িয়াছেন,

এই ইংরাজী কথাটীর বাঙ্গালা কি তিনি জানেন না—একটা নূতন কথা তৈয়ার করিতে যান ত তাহাতে মনের ভাব, ইংরাজী কথাটীতে যেরূপ, সেরূপ প্রকাশ হইবে না। এই জন্যই লোকালয়ে বাহির হইতে তাঁহার বড় ভয় হইয়াছিল,—কিন্তু এখন ত আর নাচিতে নাবিয়া ঘোমটা টানিলে চলিবে না—মনের ভাব প্রকাশ করিতেই হইবে;—ইংরাজীই কে জানে আর বাঙ্গালাই কে জানে) যদি কখনও কার্য্যে পরিণত হয়, তাহা হইলে গোখ্‌লে কি উহাদের অপর কেহ সেই Schemeর blue ribbon win করিবেন না? উঁহাদের বা ঐরূপের মধ্যেই ত কেহ Viceroy's Executive Councilর মেম্বার হইবেন।* আবার সেই কথাই বলিতে হয়—উঁহাদের বক্তৃতাই ত মহামন্ত্র,—উঁহাদের জীবন সংগ্রামের ব্রহ্মাস্ত্র!

স্বধু এদেশে কেন বিলাতেই বা কি। ৬৪৭ জন মেম্বারে হাউস্ অফ্ কমন্‌স্ (House of Commons) চালাইতেছেন। তাঁহারা প্রত্যেকেই বক্তৃতায় এক একজন মহারথী; সে কুরুক্ষেত্রের

* এই বিষয়টি লেখার প্রায় দুইমাস পরে এস্, পি, সিংহ মহাশয় ভাইস্রয়ের একজিকিউটিভ্ কাউন্সিলের মেম্বর হইয়াছেন।

যুদ্ধে বক্তৃতা ভিন্ন অন্য কোন অস্ত্র ত ব্যবহৃত হয় না। সে যুদ্ধেও প্রতিদিন সংগ্রাম, কোনদিন ঘোর সংগ্রাম,—সেখানেও কুরুপাণ্ডব, উভয় দলেই অনেক রথী মহারথী আছেন; সামান্য সামান্য দৈনিক সংগ্রাম রথীরাই সম্পন্ন করিয়া থাকেন। কিন্তু তুমুল সংগ্রাম বাধিয়া গেলে উভয় পক্ষের মহারথীরা আসিয়া সম্মুখ সমরে প্রবৃত্ত হন। সে সমরের দিকে সমস্ত পৃথিবী চাহিয়া রহিয়াছেন। Reuterরূপ ভৃগুদূত দিন দিন পৃথিবীর সীমান্ত-প্রদেশ পর্য্যন্ত "করযুগযুড়ি" সেই "অপূর্ব্ব-কাহিনী" বর্ণিতেছেন। সেই কুরুক্ষেত্রের অভিনয় করিবার জন্য পৃথিবীর কত জাতি আজ সেই সমরের উদ্যোগের অনুকরণ করিতেছেন—Oh, mother of Parliaments! সেই কুরুক্ষেত্র, সেই কুরু-পাণ্ডব, সেই সমর-প্রাঙ্গন সবই ঠিক, তবে সে সব যুদ্ধে ধনুর্ব্বাণ, অশ্বগজ, রথরথী, শেষে কামান বন্দুকও ছিল;—কিন্তু Parilamentary Warfareএর একমাত্র ব্রহ্মাস্ত্র—বক্তৃতা।

জেঠামহাশয় কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী?

প্রশ্নটী বড় গুরুতর—একপক্ষে উত্তর খুব সোজা—অর্থাৎ তিনি হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী—তিনি জাতিতে কুলিন কায়স্থ—তাঁহার বংশের সকলেই পরম হিন্দু—তাঁহাদের বাড়ীতে চিরকাল দোল, দুর্গোৎসব হয়,—ঐ বাটীতে শ্রীধর নামক নারায়ণ বিরাজ করিতেছেন—তাঁহার নিত্যসেবা ও রাস, দোল, নন্দোৎসব সকল পর্ব্বই হইয়া থাকে। ঐ বাটীতে গোব্রাহ্মণের রীতিমত আদর ও সেবা হইয়া থাকে—আহারাদির বিষয়, বাটীর ভিতর এখনও পেঁয়াজটী পর্য্যন্ত প্রবেশ করে নাই। এ বংশে এ বাড়ীতে, প্রকৃত হিন্দু ভিন্ন আর ত কাহারও জন্ম সম্ভব নয়—তবে প্রশ্নটী গুরুতর হইল কিসে?

যতদিন এদেশে ঐ সকল হইলেই ষোল আনা হিন্দু হইত ততদিন ঐ প্রশ্নের কোন গুরুত্ব ছিল না। জেঠামহাশয়ের লেখনীর তেজ নাই; নচেৎ তিনি এই স্থানে ঢাকাজেলার প্রসিদ্ধ লেখক শ্রীকালিপ্রসন্ন ঘোষ তাঁহার হরিদাসের জীবনীতে—চৈতন্যদেবের অব্যবহিত পূর্ব্বে—নদীয়ায় যেরূপ

হিন্দুয়ানী প্রচলিত ছিল,—সেইরূপ হিন্দুয়ানীর একটী জ্বলন্ত ছবি অঙ্কিত করিতে পারিতেন। নদীয়ায় যে হিন্দুয়ানী—কালিপ্রসন্ন ঘোষ চিত্রিত করিয়াছেন, (জেঠামহাশয় উহা বার বৎসর পূর্ব্বে পড়িয়াছিলেন এবং কেবল স্মরণশক্তি হইতে লিখি-তেছেন,—তাঁহার কেতাবপত্র বেশী নাই এবং তাহা বেশী পড়াশুনারও অভ্যাস নাই) তাহা হইতে এখনকার হিন্দুয়ানী,—অর্থাৎ জেঠামহাশয় যে শ্রেণীর হিন্দু—অনেক প্রভেদ হইয়া পড়িয়াছে। একথাটী বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইলে, একটী বড় প্রবন্ধ কি একখানি বড় পুস্তক লিখিবার আবশ্যক হয়। কিন্তু আপাততঃ জেঠামহাশয়ের তত ভরসা হয় না। তিনি এই প্রথম লোকালয়ে বাহির হইতেছেন। লোকে তাঁহাকে আদর করিবে কি অবহেলা করিবে তাহা বুঝিয়া উঠা সহজ নহে। তারপর তাঁহার ভাল পোষাক আসাক নাই, একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। অতএব এই তিল-কাঞ্চনের ব্যাপারে বৃষোৎসর্গের কোন কথা না তুলাই ভাল।

জেঠামহাশয়ের জীবনীটি সংক্ষেপে বলিলেই তাঁহার হিন্দুয়ানী এখন কিরূপের দাঁড়াইয়াছে, অনেকটা বুঝা যাইবে। তিনি একটী যৌথ হিন্দু পরিবারের (Joint Hindu Family) লোক,—

তাঁহার পিতা ও দুই কাকা (পিতার সহোদর) ছিলেন ; কনিষ্ঠ কাকা প্রথমে ৫০।৫৫ বৎসরে মরেন ; পরে তাঁহার পিতা প্রায় ২৫ বৎসর পূর্ব্বে ৭২।৭৩ বৎসর বয়সে স্বর্গলাভ করেন। সেই বৎসরই জেঠামহাশয় B. L. পাশ দিয়া Bar join করিয়াছিলেন। তিনি কখন পাঠশালে যান নাই ; বাড়ীতে এক পিশামহাশয় ছিলেন ;—এই পিশা-মহাশয়টীর শিক্ষাধীনে জেঠামহাশয়কে অতি কষ্টে দিনপাত করিতে হইয়াছিল। পিশামহাশয়টী একটী ব্যাঘ্র ছিলেন,—আর তাঁহার ছাত্রটী যখন গল্প পাইলেই হাঁ করিয়া শুনে, ফাঁক পাইলেই উঠিয়া গিয়া খেলা করে, গাছে উঠে, জলে সাঁতারে,—তখন তাঁহার কিছু হইবে না এটা পিশামহশয়ের স্থির সিদ্ধান্ত করা ছিল। তিনিই তালপাতা, কলাপাতা শেষ করাইয়া দেন। প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ, জেঠামহাশয় কাহার কাছে, কিরূপে শিখেন মনে নাই ;—তবে তিনি উহা নিশ্চয়ই পড়িয়াছিলেন ; কেননা এটি তাঁর বেশ মনে আছে যে "মথুরাবাটীতে" তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদরের বিবাহ দিতে গিয়া জেঠামহাশয় "প্রাতিদ্বন্দ্বী" বানান জিজ্ঞাসা করিয়া একজন ছেলেকে হারাইয়া দিয়াছিলেন। পূর্ব্বে ছাত্রবৃত্তি (Minor Scholarship) পাইয়া

কলিকাতায় আসেন ও B. A. পাশ করিয়াও একটা বৃত্তি (Scholarship) পাইয়াছিলেন ; কিন্তু এ সকল জয়লাভে তাঁহার "প্রতিদ্বন্দ্বী" বানানে হারাইয়া দিয়া, যে বিপুল আনন্দ হইয়াছিল, তাহার কিয়দংশও তাহাতে হয় নাই।

ঠিক স্মরণ নাই, তের কিম্বা চৌদ্দবৎসর বয়সে, গ্রাম্য স্কুল হইতে পাশ করিয়া মাসিক ৫৲ টাকা ছাত্রবৃত্তি লইয়া খৃঃ অঃ ১৮৭৪ সালে কলিকাতায় তাঁহার মেজকাকার কাছে আসেন। তাঁহার সার্টি-ফিকেটে, জেনারেল এসেম্ব্লীতে তাঁহার Scholarship tenable বলিয়া লেখা ছিল। তাহা ঐ বাসারও নিকট, অতএব ঐ স্কুলে গিয়াই ভর্ত্তি হইলেন। ঐ কলেজে জেঠামহাশয়ের দাদাও তাহার পূর্ব্বে তাঁহার এক কাকাও পড়িয়াছিলেন,—কি ঘটনাচক্র, জেঠামহাশয়ের ছেলেটি এণ্ট্রান্স্ পরীক্ষায় ২০৲ টাকা বৃত্তি পাইয়া গিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্ত্তি হয়। দশ পনর দিন তথায় পড়ে,—পরে সে অঙ্কশাস্ত্র Mathematics লইবে না এবং ঐ কলেজের Principle তাহা না লইলে, সে কলেজে পড়া হইবে না বলিয়া, তাহার Admission fee ইত্যাদি সমস্ত ফিরাইয়া দিলেন। ছেলেটি জেঠামহাশয়কে কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়াই,

জেনারেল এসেম্ব্লীতে গিয়া ভর্ত্তি হইয়াছে। ঐ কলেজে জেঠামহাশয়ের একটী জামাতাও পড়ে ও তাঁহার ভাইপোও পড়িত। অতএব ঐ কলেজের সহিত জেঠামহাশয়ের আজ ৩।৪ পুরুষ সম্বন্ধ ক্রমান্বয়ে চলিয়া আসিতেছে। তাঁহার ছেলে (স্ব-ইচ্ছাতেই) Precidencyর সহিত একটী নূতন সম্পর্ক পাতাইতে গেল, কিন্তু সে সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া গেল,—কি ঘটনাচক্র! জেঠামহাশয় প্রথমে আসিয়া দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইলেন; কেহ কোন আপত্য করিল না। তখন ছাত্রবৃত্তি পাইয়া আসিলে দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভর্ত্তি করিত। কিন্তু দিন পনর সে ক্লাশে পড়িয়া দেখিলেন যে ইংরাজী ও সংস্কৃত তাঁহার শক্ত লাগে। তিনি স্বইচ্ছাতেই তৃতীয় শ্রেণীতে নামিয়া আসিলেন,—কাহারও সহিত পরামর্শ করেন নাই। তাঁহার সমপাঠী নিত্যানন্দ ভড়ের (এখন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট) এ সকল কথা স্মরণ থাকিতে পারে।

কিন্তু তৃতীয় শ্রেণীতে আসিয়া জেঠামহাশয়ের কিছু পড়াশুনার সুবিধা হইল বটে, কিন্তু বড় মনোকষ্টে রহিলেন। ঐ ক্লাশের শিক্ষকটী (তাঁহার নাম দিব না) জাতিতে কায়স্থ এবং Johnsonian ইংরাজীতেও তাঁহার বিশেষ জ্ঞান ছিল বা আছে

বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস ছিল। তাঁহার ইংরাজী লেক্চারের ধুমের কথা কি বলিব,—ছেলেরা বোঝে কি না বোঝে তাহাতে কি আসে যায়,—তিনি ইংরাজী পাখোয়াজে চুন্ পরচুন, চৌচুন বাজিয়ে যাচ্চেন, আর Dutyকে "জুটি" ইত্যাদি কতরকম Pronunciation শিখাইয়া ফেলিলেন। কোন ছেলেই যে Dutyকে জুটি বলিয়া শিখিয়াছিল, এমন বোধ হয় না; তবে সেই মাষ্টার মহাশয়ের সাক্ষাতে কাহার সাধ্য অন্য উচ্চারণ ব্যবহার করে, ঐ তৃতীয় শ্রেণীতে তাঁহার একেবারে Despotic government.

জেঠামহাশয়ের আরও বিশেষ কষ্টের কারণ ছিল—তাঁহারি কালো রং ও পাড়াগেঁয়ে চেহারা ও পোষাক,—ঐ দুইটীও মাষ্টার মহাশয়ের চক্ষুশূল ছিল। ঐ ক্লাশে ২।৪টী সুন্দর চেহারার ছেলে ছিল; তাহার দুইটীর নাম শরৎ ও রাধাকান্ত। উহাদের কলিকাতায় বাড়ী, অবস্থাও ভাল, ভাল কাপড়-চোপড় ও ইস্ত্রী করা কলার কফ্ জামা গায়ে দিয়া স্কুলে আসিত—আবার ঐ মাষ্টার মহাশয় নাকি তাঁহাদের প্রাইভেট টিউটরও ছিলেন। উহাদের ত ক্লাশে একাধিপত্য ছিল। আর একটি, শ্যামবাজারে বাড়ী, তারাপদ-ঘোষ নামক ছেলে

চতুর্থ শ্রেণীর প্রথম হইয়া তৃতীয় শ্রেণীতে উঠিয়াছিল—মাষ্টার মহাশয় তাহারও গোঁড়া ছিলেন। কিন্তু সংসারের এই নিয়ম যে, যেখানে বাঘের ভয়, সেই খানেই সন্ধ্যা হয়; তাঁহার ঐ সকল সুসভ্য আদুরে ছেলেরাই একদিন কি জন্য জানি না—Strike করিয়াছে, কেহ ক্লাশে যাইবে না, কাহাকে যেতেও দিবে না। জেঠামহাশয় গেটে ঢুকিতেছেন, হঠাৎ উহাদের দুই তিন জন দরওয়ানের ঘর হইতে বাহির হইয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইল ও সজোরে হুকুম দিল "খবরদার ক্লাশে যাইতে পাইবে না"—কেন, কি বৃত্তান্ত জানিতে দিবে না যেতে পাবে না এই কথা। দরওয়ানের ঘরেই তাহাদের আড্ডা ছিল, দরওয়ানজি স্পষ্টতঃ না হইলেও আন্তরিক তাঁহাদের সহায়। তিনি নাকি তাহাদের বাড়ী বাড়ী যাইয়া পূজার সময় বক্‌সিস্ আনিতেন। জেঠামহাশয় নূতন ঐ স্কুলে আসিয়াছেন, কলিকাতায় তাঁহার কোন বাড়ী নাই,আর বক্‌সিস যে দিতে হয় তাহাও তখন তাঁহার জানা ছিল না। সে দিন ত আর তিনি ক্লাশে যাইতে পারিলেন না, বাসায় ফিরিয়া আসিলেন। পরদিন আবার স্কুলে গেলেন, কিন্তু সেদিন তাঁহাকে কেহ বাধা দিল না। ক্লাশে গিয়া দেখিলেন যে দুই চারিটী ছেলে লইয়া ঐ মাষ্টার

মহাশয় বিমর্ষভাবে বসিয়া আছেন। যাইবামাত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, কাল তুমি এস নাই কেন? উত্তর দিতে গিয়া জেঠামহাশয় কাঁদিয়া ফেলিলেন—তাঁহার বড় ভয় হইয়াছিল যে মাষ্টার মহাশয় তাঁহার উপর চটা; কি জানি কোন ছল করিয়া যদি তাঁহার Scholarshipটী কাড়িয়া লন। ছেলেবেলায় পিসেমহাশয়ের কাছে অনেক নিগ্রহ ভুগিয়াছেন, আবার এই মাষ্টার মহাশয়ের হাতে পড়িয়া তাঁহার প্রাণান্ত—কত রকমের কত কষ্ট পাইয়াই একটা ছেলে মানুষ হয়!

কিন্তু শীঘ্রই কষ্টের আসান হইল। বাৎসরিক পরীক্ষায় জেঠামহাশয় third হইয়া শ্রীনাথবাবুর দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠিয়া গেলেন। কি strong contrast! শ্রীনাথবাবু একটি ঋষিতুল্য লোক ছিলেন, যেমন সুপণ্ডিত, তেমনি সুবুদ্ধিমান!—ছেলেদের ত কথাই নাই—স্কুল সুদ্ধ লোক তাঁহাকে অতি ভক্তি করিত। তখন তাঁহার বয়স ৬০ বৎসরের কম নহে; আহা! তাঁহার সেই ধীর স্নেহসূচক চেহারাটী আজও জেঠামহাশয়ের হৃদয়-মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। তিনি এখনও (৩৩ বৎসর পরে) মনে পড়িলে সেই মূর্ত্তির পদতলে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলী দিয়া থাকেন। যদি কেহ কখন সেই মূর্ত্তিকে

তাঁহার হৃদয়-মন্দির হইতে স্থানচ্যুত করিতে আসে, তখনই গুরুতর লাঠালাঠী বাধিয়া যাইবে। সেই মূর্ত্তি স্মরণ করিয়া, উহাতে ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলী দিয়া জেঠামহাশয় হৃদয়ে কত সময় কত বল পাইয়াছেন। শ্রীনাথবাবু যে জেঠামহাশয়কে বিশেষ কিছু ভাল বাসিতেন তাহা নহে—সকলকেও যেমন ভাল বাসিতেন, তাহাকেও তেমনি ভাল বাসিতেন। কেবল নিম্ন মাষ্টারের অভালবাসাটুকু গিয়াছিল,—সেই জন্যই বোধ হয় শ্রীনাথ মাষ্টার তাঁহাকে এত ঋষিতুল্য বোধ হইয়াছিল।

ঐ ঘটনাগুলির সহিত জেঠামহাশয়ের ধর্ম্মের সহিত কি সম্বন্ধ ক্রমে পরিস্ফুট হইবে। কলিকাতায় আসার পূর্ব্বপর্য্যন্ত তাঁহার বাড়ীতে দোল, দুর্গোৎসব হইত। তিনি জন্মিয়াবধি সেই সব উৎসবের আনন্দে বিভোর হইয়া থাকিতেন। জন্মাষ্টমীর দিন তাঁহার বাড়ী প্রতিমার মাটী হইলেই ত বৎসরের উৎসব আরম্ভ হইল। আজ ঠাকুরের খড় বাঁধিতে আসিল, পাঁচদিন পরে উহা একমেটে, দশদিন পরে উহা দুমেটে, ক্রমে ঠাকুরে খড়ি দিল, রং দিল; তাহার পর যে দিন মালাকার রাঙতা পরাইতে আসিল সে দিন ত জেঠামহাশয়ের আনন্দের ষোলকলা পূর্ণ হইল বলিলেও চলে। ওদিকে ধূপ

লাগিয়া গিয়াছে—সদর বাড়ীতে তালপাতার আটচালা নূতন বাঁধা হইতে আরম্ভ হইয়াছে; প্রতিবাসী ছেলেরা গাইতে আরম্ভ করিয়াছে ···

"মিত্তিরে এনেছে পূজো, তার নাই ভাজাভুজো,
তালপাতার খড়মড়, বাজনার ধুম বড়।"

কামার কাঠ কাটিতে আরম্ভ করিয়াছে, মধ্যে মধ্যে দুই একটী পাঁটা কেনা হইয়া আসিতেছে উহাদের দিনের বেলা ঘাস ও অড়রপাতা খাওয়ান, রাত্রিতে উহাদের জন্য কুলপাতার জোগাড় করা—এদিকে ছুতারদের সঙ্গে সঙ্গে থেকে ঠাকুর গড়া দেখা ও শেখা তাহার নানাবিষয়ের আয়োজন দেওয়া, তাহাদের তামাক, তেল, জলপান, তাহাদের রসুইয়ের উদ্যোগ, আবার কোথায় গাছে বেল হইয়াছে তাহা পাড়িয়া আনিলে তাহার আটায় ঠাকুরের রং তৈয়ার হবে, চারিটি হাঁসের ডিম আনা ছিল, সুবল ছুতার (জেঠামহাশয়ের পিতার বড় একটি প্রিয় লোক) বলিল,—"ছয়টা চাই" (ঐ অঞ্চলের ছুতাররাই ঠাকুর গড়ে ও রং দেয়) ইত্যাদি নানাকার্য্যে জেঠামহাশয় শশব্যস্ত থাকিতেন; আর তাঁহার কার্য্যদক্ষতাই বা কি? যেখানে জল পড়ে সেইখানেই তিনি দৌড়িয়াগিয়া ছাতি ধরিতেন, যেন নাটাই ঘুরুচেন। পিসেমহাশয় যে বেতটি

দাবা তাহাব পৃষ্ঠদেশে মধ্যে মধ্যে ব্যাটারি লাগাই-তেন ও চণ্ডীমণ্ডপেব কোণে গুঁজিয়া রাখিতেন. জেঠামহাশয় প্রতিমা গঠন আরম্ভের পূর্ব্বেই টুলেব উঁপর উঠিয়া (তখনও তিনি বালক, পূর্ণাকৃতি হয় নাই ; অতএব টুলের উপর উঠিয়া তাঁহাকে বেতটি পাড়িতে হইয়াছিল) একদিন চুপে চুপে বেতটি নিবঞ্জন করিয়া আসিয়াছেন আয়োজনে ও উৎসবে জেঠামহাশয় তো লেখাপড়া তুলিয়াই দিয়া-ছেন। পিসেমহাশয় একদিন চটিয়া লাল ; বেত পাড়িতে গেলেন, গুরুতর প্রহার দিবেন। বেত খুজিয়া পান না, রাগিয়া আসিয়া জেঠামহাশয়ের কাণ ধরিয়া ক সে দুই নাড়া দিলেন—("বেত যত-ক্ষণ না পাওয়া যায় ততক্ষণ কাণমলাই চলুক," গল্প পিসেমহাশয় জানিতেন না বলিয়া বোধ হয়,—কিন্তু কার্য্যে তাহাই ঘটিল।) বাঁদর, তুই বেত ফেলিয়া দিয়াছিস্ ? জেঠামহাশয় কাঁদিতে কাঁদিতে, 'আজ্ঞে না পিসেমহাশয়, আমি অতদুর নাগাল পাই না.'' বলিয়া তিনি উঠিয়া আসিয়া যেখানে বেত চালে গুঁজাছিল তাহার নীচে আসিয়া দাঁড়াই-লেন। পিসে মহাশয় মনে মনে বিশেষ সমস্যায় পড়িয়াগেলেন,—ওত ছোট,—অত উঁচুতে বেত কেমন ক'রে পাড়্বে ! পিসেমহাশয়ের বুদ্ধিটা

বোধ হয় কিছু স্মরণ ছিল; এটা তাহার মাথায় আসিল না যে, জেঠামহাশয়ের মত দুষ্ট ছেলে কোথাও হইতে একটা উচ্চ জিনিস আনিয়া তাহার উপর উঠিয়া থাকিতে পারে। কেবল আত্মরক্ষার জন্য জেঠামহাশয়কে মধ্যে মধ্যে এরূপ নানা মিথ্যা প্রবঞ্চনার সৃষ্টি করিতে হইত ও পিসে মহাশয়ের সহিত ঐরূপ বুদ্ধির বাঁওকসা কসিতে প্রবৃত্ত হইতে হইত;—কখনও হারিতেন কখনও জিতিতেন;—কিন্তু জিতের ভাগটাই বেশী হইত। মহামায়ীর কি মায়া! ঐরূপ কত জেঠামহাশয়কে কত জায়গায় ঐরূপ বুদ্ধিমান পিসে মহাশয়ের হাতে পড়িয়া গো-বধ হইতে হয়। কিন্তু বাল্যকাল হইতে ঐরূপ মস্তিষ্কচালনার অভ্যাসটা জেঠামহাশয় যখন উকিল হইলেন তখন বিশেষ কাজে আসিল। একটি দৃষ্টান্ত—তৃতীয় সব জজ আদালতে জেঠামহাশয় এক বিবাদীর পক্ষে উকিল হইয়াছেন,—অপর পক্ষে একজন এম-এ, বি-এল ও এক বৎসরের সিনিয়ার উকিল দাঁড়াইয়াছেন। এমে, বিএল সুপণ্ডিত হইলেও জেঠামহাশয়ের সহিত তুলনায় তাঁহার বুদ্ধিটা পিসে মহাশয়ের বুদ্ধি অপেক্ষা বড় বেশী তীক্ষ্ণ হইবে না। কোন পক্ষেই সাক্ষী নাই,

মোকদ্দমাটী পুরাতন হইয়াছে ; হাকিম চ'টে ব'সে আছেন। জেঠামহাশয় অপর পক্ষের উকীলটিকে বেশ চিনিতেন—হাকিম বাবুরও মেজাজ কতকটা বুঝিয়াছিলেন। শুনিলেন যে অপর পক্ষে মুলতুবীর (Adjournment) দরখাস্ত হইবে। তাঁহার মক্কেলের তদ্বিরকারক জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সাক্ষী আছে?" সে বলিল,—না। জেঠামহাশয়—তুমি ত আছ, তোমার নামটা ও আমার মুহুরীর নামটা দিয়ে একটা হাজিরা লেখাও। মোকদ্দমা ডাক হইলে ঐ হাজিরা লইয়া গিয়া উপস্থিত হইলেন, অপব পক্ষের উকিল মুলতুবির দরখাস্ত করিয়াছেন। হাকিম তাঁহাকে অনেক বকিতেছেন, কোনমতে মুলতুবি দিবেন না। অপর পক্ষের উকিল বাবু হালে পানি পান না, শেষকালে বলিয়া বসিলেন,—"হুজুর, অপর পক্ষেরও সাক্ষী নাই।" জেঠামহাশয় অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিয়া পড়িলেন ; হাতের গুটান কাগজখানা তুলিয়া ধরিলেন (অর্থাৎ পূর্ব্বকথিত দুইজন সাক্ষীর নাম সম্বলিত হাজিরা খানি) ও তার-গম্ভীরস্বরে বলিলেন,—"Here is a long list of witnesses." হাকিম বাবুর মনের প্রথম Effervescence প্রায় ঠাণ্ডা হ'য়ে এসেছে,—তিনি এখন মনে মনে Cold calculation ক'রছেন যে,

যদি দরখাস্তটা নামঞ্জুর ক'রে বাদির মোকদ্দমাটা নষ্ট করি, তাহা হইলে আপিলে সে হুকুম টিকিবে কিনা? ইত্যাদি সাত পাঁচ ভাবিয়া বাদির উকিল বাবুকে বলিলেন যে, আপনি একটা মুলতুবি পেতে পারেন, যদি ২৫৲ পঁচিশ টাকা মুলতুবি খরচা দিতে পারেন। জেঠামহাশয় তৎক্ষণাৎ উঠিয়া,—"Sir, the payment must be cash down." হাকিম—"Oh Yes." জেঠামহাশয় তখন ৪।৫ বৎসরের উকিল,—লাপিয়ে ঝাঁপিয়ে খুব বেড়ান; Bar Libraryতে বসিয়া তর্কশাস্ত্রের ব্যুৎপত্তিরও বিশেষ পরিচয় দিয়া থাকেন বটে;—কিন্তু টাকার বেলা এখনও বড় টানাটানি। হঠাৎ ২৫৲ টাকা পকেটে পাইয়া আনন্দে আটখানা হইয়া Bar Libraryতে গিয়া বসিয়া হাঁকিলেন, "ওরে কিতে, (ঐ Libraryর চাকরের নাম) তামাক একছিলিম ভাল করে দে। প্রধান উকিল, শিব বাবু জেঠামহাশয়ের রকম সকম দেখিয়া বলিলেন, "কিহে আজ যে বড় স্ফূর্ত্তি দেখ্‌ছি! কোথাও কিছু দাও দোও মারিয়াছ নাকি?

আবার সেই অষ্টাদশ পর্ব্ব মহাভারতের ধান ভান্‌তে শিবের গীত এসে পড়েছে। যাহা হউক, জেঠামহাশয়ের বাড়ীতে আবার আশ্বিনে আনন্দ

ষষ্ঠীর পূজার ব্যাপারটা দেখা যাউক। বৃহৎ বাড়ী—প্রায় পাঁচ বিঘা জমি ইটের প্রাচীর দিয়া ঘেরা—সদরবাড়ী, ঠাকুরবাড়ী, ভিতর বাড়ী বা অন্দরমহল। জেঠামহাশয়ের পিতামহ তিনলাখ্ ইট পোড়াইয়া কেবল পাঁচীলই দিয়াছিলেন। ঐ বৃহৎ বাড়ী সব চাঁচা হইতেছে, কতকগুলি প্রজা আছে; তাহারা জমীতে বাস করে,—কিছু কিছু খাজনা দেয় ও পূজার সময় বাড়ী চাঁচে, ফরমাইস্ খাটে;—বাড়ীর তৈয়ারী লাল লাল নারিকেল সন্দেশ ও রাত্রিতে দুই-চারখানা লুচিও খায় এবং শেষে প্রতিমা নিরঞ্জন করিয়া, পেট ভরিয়া সিদ্ধি খাইয়া নাচিতে নাচিতে ঘরে যায়। জেঠামহাশয়ের বাড়ীতে চাল্ সব সেকেলে, বাঁধা ছিল। রাত্রে লুচি ভাজা হইবে কিন্তু তরকারী হইবে না; খইচুর ও রসকরা দিয়া যে যত লুচির ঘাড় ভাঙ্গিতে পার ভাঙ্গ। আর সেকেলে সোণার ক্ষুধা! সেই রসকরা ও খইচুর দিয়াই কত ব্রাহ্মণ-কায়স্থ ডজন্ ডজন্ লুচি উঠিয়ে দিত। এখনকার Dyspepsia, indigestion তখনও তথায় দেখা দেয় নাই; Malariaর তখন কেহ নামও শুনে নাই। এ বাড়ীর সদরের সামনের ডাক্সাইটে নন্দা পুষ্করণীর জল খাইলেই সব হজম্।

ঐ পূজাতে খাওয়া-দাওয়ার ধুমধাম বড় বেশী থাক আর না থাক, একটা বিষয়ের বড় ধুমধাম ছিল,—তাহা নাচ ও পাঁটাবলির পূর্ব্বে "মা মা" শব্দ। বাজনা কেবল দুই ঢোল ও এক ঢাক; সানাইও ছিল না। কিন্তু প্রাণে স্ফূর্ত্তি থাকিলে তাহাতে কি এসে যায়। বাড়ীর বাঁধা ঢুলি—কৈলাশ ঢুলি—ষষ্ঠীর দিনে সন্ধ্যার সময় আসিয়া "তাক্ তাক্সিন্" বাজালেই সকলের প্রাণ লাফাইয়া উঠিত। ঐ বাড়ীর পারিষদ্ লোকজনও তেমনি আমুদে ছিল। পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের মধুঘোষ জাতিতে গোয়ালা নিজে বলিত যে সে জেঠামহাশয়ের পিতামহ রামধন মিত্রের বাহন; অর্থাৎ রামের (রামধনের) হনুমান ছিল। ঐ হনুমান রামধনের Chief Secretary ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মধুঘোষ আসিয়া না পৌঁছান পর্য্যন্ত রামধনের প্রতিমায় মাটি দিতে মন্ সরে না।—অর্থাৎ মধুঘোষের মত স্ফূর্ত্তি করিয়া নাচিবে কে? জন্মাষ্টমীতে প্রতিমার মাটি দিবার সময় হইতেই কাঁসর বাজাইয়া মধুঘোষ পূজার নাচ আরম্ভ করিত। প্রজা, লোকজন ও প্রতিবাসী ও অনেকে ঐ নাচে যোগ্ দিত। সেই দিনই মহোৎসবের আরম্ভ। ঠাকুরদাদা মহাশয় ও পরে জেঠামহাশয়ের পিতা নাচে উৎসাহ

দিয়া বলিতেন,—"আনন্দময়ী আসছেন, সকলে খুব নাচ্‌বে।" আট দশ বৎসর বয়সের সময়ই জেঠা-মহাশয় নাচের একটী প্রধান পাণ্ডা হ'য়ে উঠিলেন। বলিদানের পর প্রথম তো তাণ্ডব নৃত্য, পরে ঢোল কাঁসির সঙ্গেই খেমটা নাচ নাচিতেন। জেঠামহা-শয়ের মেজকাকা বিচক্ষণ বিষয়ী ও দুনিয়াদার লোক ছিলেন। তিনি জেঠামহাশয়ের রকম সকম দেখিয়া বলিতেন,—"এই ছেলেটা যদি মুটেগিরীও করে তবে মুটের সর্দ্দার হইবে।" তিনি আদর করিয়া জেঠামহাশয়কে "কর্ত্তা" বলিয়া ডাকিতেন ও পিসে মহাশয় যদি বলিতেন—ওটা বড় জেটা, উহার লেখাপড়া হবে না—তবে তিনি বলিতেন ওঁর লেখা-পড়া না হউক, আমার সঙ্গে দালালী ক'রে খাবে। তিনি তখন কলিকাতায় দালালী ক'রে মাসে দুই তিন শত টাকা উপার্জ্জন করিতেন।

মধুঘোষের আরও দুই একটী কথা না বলিয়া থাকা যায় না। হনুমান যেমন মন-প্রাণ ঢালিয়া রামের ভক্তগিরি করিত, মধুঘোষও সেইরূপ "কায়েন মনসা বাচা" রামধনের হিতাকাঙ্ক্ষী ছিল। সে তাঁহার বাঁধা মাহিনার চাকর ছিল না; কিন্তু রাম-ধনও তাহাতে ভক্ত ভগবান্ সম্পর্ক। ভক্তের বোঝা ভগবানে বয়। হাট করিয়া আসিবার

সময় মধুঘোষের বাড়ী প্রায় পথে পড়ে। রামধন তাহার চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া একছিলিম তামাক না খাইয়া বাড়ী ফিরিবেন না। তাহার আরাম-ব্যায়রামে ত রামধন আছেনই। রামধনের বাড়ীর পূজা মধু-ঘোষ তাহা নিজের বাড়ীর পূজা অপেক্ষা কম মনে করিত-না। মধু রামধনের বাড়ী ২৪ ঘণ্টা হাজির। মধুঘোষ খুড়কী মাখিতেছে, নারিকেল সন্দেশ তৈয়ারী করিতেছে; বৃষ্টি আসিল,—কাঠ ভিজিয়া যাইবে, পূজা-বাড়ীর ছেলেদিগকে সন্দেশ দিবে বলিয়া সব কাঠ তোলাইয়া লইতেছে; বাজন্দারেরা আসিল তাহাদের বসিবার শুইবার জন্য চ্যাটা মাদুর জোগাড় করিয়া দিতেছে। সে বাজার যায়, আবার ঠিক বলিদানের সময় ফিরিয়া আসিয়া নাচে, রাত্রে ময়দা মাখে ও বেশীরাত্রে পুরোহিত কেদার পাঠকের সহিত যোগে দুই চারখানি সিদ্ধির কচুরি করিয়া দুই চার জনে খায়। জেঠা-মহাশয়দের বাড়ীতে মদ কখনও ঢুকে নাই; কিন্তু মধুঘোষ, কেদার পাঠক ইত্যাদি কয়েকজন আমুদে লোকের সিদ্ধি খাইতে বিজয়া দশমী অবধি দেরি সহিত না; নবমীর রাত্রেই সিদ্ধির কচুরিতে উহার নমুনা আরম্ভ হইত। একবার নমুনাটা কিছু বেশী হইয়া গিয়াছিল। মধুঘোষ দুই তিন

খানা কচুরী খাইযা বেএক্তাব হইয়া পড়িয়াছে। কেদারি পাঠক, বাটীব নাপিত উমাচরণ পরামাণিক আত্মীয় গিরীশ সিংহ ইত্যাদিও খাইয়াছে; কিন্তু তাহারা বেএক্তার হয় নাই। শেষ রাত্রে উহাদের খেয়াল উঠিয়াছে যে মধুঘোষকে আজ মোস্‌বলী ক'রতে হইবে, উহাকে ধরাধরি করিয়া হাঁড়িকাঠের কাছে লইয়া গিয়াছে। একজন বলীদানের খাঁড়াখানিও আনিয়া তথায় যোগাড় করিয়াছে,—কয়েকজন মা-মা করিয়া বলীদানের রবও তুলিযাছে। হঠাৎ উমাচরণ পরামাণিক বলিল, বাজনা না হ'লে বলীদানের মজা হয় না। সে দৌড়িয়া গিয়া এক ঢোল কাঁধে করিয়া আসিয়া উহা জোরে বাজাইল। বাড়ীর সকলে কেহ নিদ্রিত কেহ অর্দ্ধনিদ্রিত অবস্থায় ছিল। জেঠামহাশয়ের পিতা কি একটা হ'চ্ছে ভাবিয়া সদর বাড়ীতে উঠিয়া আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সকলে পলাইয়া গেল। মধুঘোষের উঠিয়া যাইবার শক্তি নাই, কথারও ঠিক নাই; শুইয়া শুইয়া বলিল,—"বাবা, আমি মায়ের মোস্ হয়েছি।"

এখনকার মত বাবুর বিচি—তখন গ্রামে গ্রামে ছড়াইয়া পড়ে নাই। রামবাবু, শ্যামবাবু, ফলনাবাবু তখন কেহ কাহাকেও বলিত না। স্বজাতি, ভিন্ন

জাতি সকলের সহিতই একটা সম্পর্ক ছিল। ঐ সম্পর্ক ধরিয়াই মানুষকে মানুষ ডাকিত। পুরোহিত কেদার পাঠক জেঠামহাশয়ের কেদার দাদা; কেদার পাঠকও তাঁহার বাপখুড়াদিগকে বড় কাকা,—মেজকাকা,—সেজকাকা ইত্যাদি বলিতেন ও বাড়ীর স্ত্রীলোকদিগকেও বড়কাকী, মেজকাকী, সেজকাকী ও তাঁহারাও "বাবা কেদার" ইত্যাদি সম্বোধন করিতেন। বাড়ীর নাপিত উমাচরণ, জেঠামহাশয়ের "উমাদাদা" এমনকি ঘনিষ্ট, অনুগত প্রজা—এলাম মল্লিক মুসলমানও অনেকের এলাম চাচা ছিল। পরস্পরকে এইরূপ সম্পর্কে ডাকিয়া পূজার মুড়ী, কলাই ভিজোনো, নারিকেল সন্দেশ খাইয়া, নাচিয়া কুঁদিয়া বাল্যকালে কি সুখের দিনই গিয়াছে। মায়ের প্রসাদ (অর্থাৎ পাঁঠার মাংস) জেঠামহাশয়রা এ পূজায়, ও আর পূজায় খাইতেন। বাড়ীতে উহা মেজকাকিমা রাঁধিতেন ও কয়েকজন ব্রাহ্মণের জন্য উহা কেদার দাদা রাঁধিতেন। আহা! সে পাঁঠা কি মধুর,—তাহা এখনও মুখে লাগিয়া রহিয়াছে। বোধ হয় মায়ের প্রসাদ বলিয়াই উহা এত মিষ্ট লাগিত। এখনও কলিকাতাবাসীরা জানেন যে বাজারে পাঁঠা অপেক্ষা কালীঘাট হইতে মায়ের প্রসাদ আনিলে উহা কত বেশী মিষ্ট লাগে।

পূজার আর দুই একটা কথা বলিয়াই শেষ করিব। জেঠামহাশয়ের পিতার গুরু, আনন্দ ভট্টাচার্য্য মহাশয় পূজার সময় চণ্ডীপাঠ করিতেন—অন্য কোন ব্রাহ্মণকে তিনি উহা পাঠ করিতে দিতেন না। তাহার কারণ, ঠাকুর মহাশয়ের বড় গম্ভীর স্বর ছিল; সেই স্বরে যখন তিনি বোধন ঘরে বসিয়া চণ্ডী পড়িতেন, তখন বোধ হইত যে দেবী স্বয়ং আসিয়া যেন সেই চণ্ডীপাঠ শুনিতেছেন।

জেঠামহাশয়ের নিজের স্বরও প্রায় তারাগ্রামে বাঁধা এবং মধ্যে মধ্যে চণ্ডী পড়িয়া থাকেন, কিন্তু ঠাকুর মহাশয়ের সে স্বরটী সম্পূর্ণ আনিতে পারেন না। বলিদানের পূর্ব্বে জেঠামহাশয়ের পিতা পাটের কাপড়ের জোড়াটী পরিয়া আটচালায় দাঁড়াইয়া যখন "মা, মা" করিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিতেন ও ক্রমে তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া ভক্তিবারি ঝরিতে আরম্ভ হইত, তখন তথায় যে কি একটা গম্ভীর জীবন্ত ধর্ম্মের ভাব উত্থিত হইত, তাহা জেঠামহাশয়ের দুর্ব্বল লেখনী প্রকাশ করিতে অপারগ। তারপর সন্ধিপূজার আরতি,—ধুপধুনার গন্ধে ও ধোঁয়াতে চণ্ডীমণ্ডপ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে; জেঠামহাশয়ের পিতা, সেজকাকা, ঠাকুর মহাশয়, সকলে একধারে দণ্ডায়মান, অন্যধারে ঠাকরুণ দিদি, মা, কাকিমা,

ভগ্নী, ব'য়েরা পর্য্যন্ত, অনেকেই পট্টবস্ত্র পরিধানা,—ও দণ্ডায়মানা,—সকলেরই মুখে গম্ভীর ধর্ম্মভাব—প্রতিমায় মা যেন দুলিতেছেন, স্বয়ং দেবী যেন সিংহ পৃষ্ঠে ভক্তের ভবন আলো করিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

তর্কে বহুদূর।

ঐরূপ হিন্দুর ঘরে, হিন্দুর গ্রামে, হিন্দুর দেশে, হিন্দু মাতার ক্রোড়ে শুইয়া স্তনদুগ্ধ পান করিয়া জেঠামহাশয় লালিত, পালিত ও বর্দ্ধিত এবং এখন হিন্দুমতে বার্দ্ধক্যের ধারে প্রায় উপস্থিত (অর্থাৎ প্রায় পঞ্চাশ উর্দ্ধে বনং ব্রজেৎ)। সে দিন তাঁহার অপেক্ষা বয়সে দুই চার বৎসরের বড় এবং পদেও তাঁহা অপেক্ষা একগ্রেড উচ্চ তাঁহার কোন বন্ধু বসিয়া একথা সে কথা বলিতে বলিতে বলিয়া বসিলেন যে; দেখ রাধা-কৃষ্ণের মধ্যে রাধা character টা total myth.—রাধার কথা মহাভারতে নাই —কোন পুরাণে নাই এবং হালেও বঙ্কিম বাবু তাঁহার কৃষ্ণ চরিত্রে তাহাই দেখাইয়া গিয়াছেন। জেঠামহাশয় আকাশথেকে পড়িলেন, মহাশয় বলেন কি? হিন্দুয়ানীর আধখানাই তো দেখি আপনি গঙ্গার জলে ভাসাইয়া দিলেন। রাধা না থাকিলে আমাদের কৃষ্ণ ত দুর্ব্বাসামুনি হইয়া "জ্বলজ্জটা কলাপস্য ভ্রুকুটি কুটিলং মুখং" হ'য়ে বসে রহিলেন। মহাশয়! ওকথা আপনিই বলুন, আর বঙ্কিম বাবুই বলুন, হিন্দু-বৈষ্ণব-জগতের উহা গ্রহণ

করিতে এখনও অনেক দেরী। কখনও করিবে কি না তাহাও বিশেষ সন্দেহের স্থল। সেই জেঠা-মহাশয় অপেক্ষা জেঠামহাশয় বাবুটী জিজ্ঞাসিলেন—"তুমি এ পুরাণ পড়েছ, সে বই পড়েছ" ইত্যাদি তাঁহার বিদ্যার কত বড় বহর দেখাইলেন ও নানা তর্ক, যুক্তি ও শাস্ত্রিক্ নজির কোট্ করিয়া বসিলেন। ঘোর তর্ক বাধিয়া গেল। তবে দুই জনেই প্রায়, পঞ্চাশ ঊর্দ্ধে বনং ব্রজেৎ,—আর যে কয়জন বন্ধু-বান্ধব তথায় বসিয়াছিলেন তাঁহারাও প্রায় তদবস্থ; তাই হাতাহাতি আর হইল না। জেঠামহাশয় শেষে বলিলেন যে আপনারা বোধ হয় বই পড়িয়া কৃষ্ণ-রাধিকাকে দেখেন; কিন্তু আমিত রাধা বামে ও ডানদিকে বাঁশী-হাতে কৃষ্ণ, যেখানে গিয়াছি সেইখানেই দেখিয়াছি। বৃন্দাবন অনেকদূর, যাইতে অনেক রেলভাড়া লাগিবে, তর্কে জিতিবার জন্য ততদূর যাইবার আবশ্যক নাই; চলুন এই সিলেট সহরে পঞ্চাশটা পাকা আখ্ড়া (বৈষ্ণবদিগের দেবালয় ও থাকিবার স্থান) আছে। যেটায় যাইবেন সেইটাতেই দেখিবেন ছোট, বড়, মাঝারি, কৃষ্ণ-রাধিকা সব মন্দিরেই বিরাজ করছেন এবং ভক্তগণ সেইসব মূর্ত্তি দর্শন করিয়াই নিষ্প্রাপ হইল মনে করে, এবং ভবিষ্যতে বৈকুণ্ঠে যাইবে

এরূপ আশা রাখে। আমার বাড়ীতে ঠাকুরঘরে যে কৃষ্ণ-রাধিকা দাঁড়াইয়া আছেন,—যাঁহার প্রতি-দিন এখনও পূজা ও রাত্রে আরতি হইয়া থাকে,—যিনি প্রতিবৎসর দোলে চণ্ডীমণ্ডপে যাইয়া,—চৌকির উপর দাঁড়াইয়া,—রূপার ছাতি মাথায় দিয়া দুলিতে দুলিতে কত লোকের আবির..খান ও সন্ধ্যার সময় আবিরে ধূলিধূসরিত অঙ্গ হইয়া, ঢোল ঢাক বাদ্যের সহিত আবার ঠাকুর ঘরে গিয়া আরতি লয়েন। কৃষ্ণ যেখানে যান রাধার সহিত জোড়ে ভিন্ন একা কখনও যান না। সেই কৃষ্ণকে আপনি ও আপনার মত অন্যান্য আধ্যাত্মিক অর্থ-ব্যবসায়ীরা আজ গৃহশূন্য করিয়া হিন্দু সংসার হইতে তাড়াইয়া দিবেন, কি দুঃখের বিষয়! দেখুন হরের পার্ব্বতী, রামের সীতা, কৃষ্ণের রাধা, হিন্দুর গৃহলক্ষ্মী ঐ সকল বামের মূর্ত্তিগুলি যদি কাড়িয়া লন, তবেত হিন্দু লক্ষ্মীছাড়া হইয়া পড়িল। পাশ্চাত্য সভ্যজাতিদের মধ্যে কেহ কেহ লক্ষ্মীছাড়া হইয়াও আজীবন কাটাইয়াছেন; কিন্তু হিন্দু ত তাহা কখন করে নাই, Experimentটাও বড় risky বলিয়া বোধ হয়। আমি বলি, ঐ পাশ্চাত্য জাতিদের উপাস্য দেবতা যীশুখৃষ্ট কখন বিবাহ করেন নাই তাই উহাদেরও বিবাহ না করিলে চলে—উহারা

ত তাঁহারাই মন্ত্রে দীক্ষিত। মুসলমানদের মহম্মদ শেষে বারটি পর্য্যন্ত বিবাহ করিয়াছিলেন, এবং শুনিয়াছি কোরাণে এইরূপ উপদেশ না কি আছে যে মানুষ চারিটি পর্য্যন্ত স্ত্রী বিবাহ করিতে পারে। তাঁহারা ত সেই কোরাণ মন্ত্রে দীক্ষিত। মুসলমানেরা অপেক্ষাকৃত বেশী বিবাহ করিয়া থাকেন—অর্থাৎ কোন এক স্থান হইতে দশটী হিন্দু ও দশটী মুসলমান লইলে দেখা যাইবে যে দশটী হিন্দুর স্ত্রীর সমষ্টি বার কি চৌদ্দটী হইবে; কিন্তু দশটী মুসলমানের স্ত্রীর সমষ্টি কুড়ি কি বাইশটী হইবে। হিন্দুদের তেত্রিশকোটী দেবতা—কিন্তু তাহাদের মধ্যে অবিবাহিত অতি অল্প, নাই বলিলেও চলে। হিন্দুদের অধিকাংশ ত হর-পার্ব্বতী, রাম-সীতা, কি কৃষ্ণ-রাধিকা মন্ত্রে দীক্ষিত তাই তাঁহাদের গৃহলক্ষ্মীটি না হইলেই চলে না। যে গৃহে আল্‌তা পরা পা দুখানি,—পান খেয়ে টুকটুকে ঠোঁট দুখানি,—কপালে সিন্দুর বিন্দু,—সাড়ী পরা প্রতিমাখানি না থাকিলে তাহা শূন্যগৃহ হইল। সে গৃহকর্ত্তার যাগযজ্ঞ পর্য্যন্ত করা চলে না। রামের সীতাকে বনবাস দিয়া দুর্দ্দশাটা বুঝুন। শেষে একটা স্বর্ণসীতা গড়াইয়া তিনি যজ্ঞ করিতে বসিলেন। "গৃহিণী গৃহমুচ্যতে," গিন্নিছাড়া কর্ত্তাই হয় না—তবে মহাশয় আপনার আধ্যাত্মিক

অর্থ ব্যবসায়ীরা যদি কৃষ্ণের রাধাটি কাড়িয়া লইলেন তবে আর তিনি কাকে নিয়ে ঘর করেন। তবে তিনি হিন্দুর গৃহ ছাড়িয়া গায়ের জ্বালায় দৌড়িয়া পলাইয়া যাইবেন; তখন তাঁহার শত শত ভক্ত-বৃন্দ দাঁড়ায় কোথা? তাহারাও হা-কৃষ্ণ, হা-কৃষ্ণ, ক'রে প্রাণত্যাগ কর্‌বেন। সেই যুগল মূর্ত্তিটী,—সেই বামে রাধা,—সেই পীতধড়াপরা,—সেই বাঁশরী বাজান, মূর্ত্তিটী না দেখিলে ত তাহাদের প্রাণ বাঁচিবে না।

জেঠামহাশয় বুঝিতে পারিতেছেন তিনি একটী বিশাল তর্কক্ষেত্রের মধ্যে উপস্থিত। আধ্যাত্মিক অর্থ-ব্যবসায়ীদের উপর তাঁহার একটু চোট্ পড়িয়াছে। কিন্তু একটু মাত্র সাহস এই যে, বোধ হয় এই মতে তিনি কেবল একা নহেন। তাঁহার এইমত বিশেষ ভ্রমাত্মক হইলেও ইহার সাপক্ষে তিনি দুই একটা বড় নজীর দিতে পারেন। কবি-বর নবীন সেন তাঁহার মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর ভূমিকাতে লিখিয়াছেন,—"আজকালের দিনে যাঁহারা পুরাতন শাস্ত্রের আধ্যাত্মিক অর্থ ব্যবসা করিতেছেন—মনে করিলাম তাঁহাদের কাহারও কাছে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইব" ইত্যাদি। মনে করিতেছিলেন যে ঐ কবিবর ভূমিকাতে যেরূপ "লক্ষীকান্ত চক্রবর্ত্তী,

উপাধি তর্ক ভিন্দিপাল" ব্রাহ্মণটিকে পাইয়া চণ্ডী-মাহাত্ম্যের একটা হিন্দুমতে ব্যাখ্যা পাইয়া গিয়া-ছিলেন, আজ সেইরূপ একটা ভিন্দিপাল ঠাকুরকে পাইলে কৃষ্ণলীলারও একটা সম্পূর্ণ হিন্দুমতে ব্যাখ্যা দিতে পারিতেন। হিন্দুমতে ব্যাখ্যাটা আজকাল চলিয়া যাইতে পারে। যখন বঙ্কিমবাবু "কৃষ্ণচরিত্র" লেখেন, তখন হিন্দুমত ত উঠে নাই, কাজেই তিনি তখনকার চল্‌তি মতে চালাইয়াছেন। এখন ত হিন্দু মত বেশ উঠেছে। রুটী বিস্কুটওয়ালা এখন "হিন্দু রুটিবিস্কুট" বলিয়া ডাকে, কিন্তু তখনও যে রুটিবিস্কুট বিক্রয় করিত এখনও তাই করে। ইহাতে ভরসা হয় যে, হিন্দুমতে ব্যাখ্যাটা আজকাল বেশ চলিয়া গেলেও যাইতে পারে। ঐ ঠাকুরের সহিত নবীন বাবুর তর্কবিতর্কটীর কতকাংশ আমি উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

নবীন সেন।—"আচ্ছাঠাকুর! এসব আষাঢে গল্পের অর্থ কি ?" (অর্থাৎ চণ্ডীর আষাড়ে গল্পটি—যথা—"সমস্ত বিশ্ব একার্ণবে পরিণত। ভগবান নিদ্রাবশেষ শয্যায় শায়িত; তাঁহার কাণের ময়লা হইতে মধু আর কৈটভ নামক দুই অসুর জন্মিয়া তাঁহার নাভি পদ্মস্থিত ব্রহ্মাপ্রজাপতিকে বধ করিতে উদ্যত হইল, ইত্যাদি)।"

ঠাকুর। "বানর হইতে মানুষ জন্মিয়াছে, ইহা কি আষাঢ়ে গল্প নহে ?"

কবি। "উহা যে Theory of evolution—বিবর্ত্তনবাদ।"

ঠাকুর। বাপুহে! ইহাও (অর্থাৎ চণ্ডীমাহাত্ম্যটীও) সেই বিবর্ত্তন, আবর্ত্তন, সংবর্ত্তন, পরিবর্ত্তনবাদ।

কবি। "সাবধান ঠাকুর! বেয়াদবি কর ত তাড়াইয়া দিব।"

ঠাকুর। "মূর্খে সর্ব্বত্র পণ্ডিতকে তাড়াইয়া দিয়া থাকে, তাহাতে দুঃখ নাই; কিন্তু কথাটা শুনে তাড়াও না কেন ?"

দশ অবতার বাদের মূলে সেই বিবর্ত্তনবাদই রহিয়াছে। কবির কণ্ঠে বাগ্দেবী আসিয়া বসেন তাই তাঁহারা সুন্দর ভাষা প্রাপ্ত হন। আমি ঐ কবির বর্ণনাটিই তুলিব—"ভগবানের সৃষ্টির ইচ্ছা হইয়াছে। ব্রহ্মা বা রজোগুণ তাঁহার নাভি পদ্মস্থিত কিন্তু সমুদ্র মন্থনে বা বিবর্ত্তনে মধু ও কৈটভ, সত্ত্ব ও তম, অমৃত ও বিষ; অম্লজান ও জলজান সমুৎপন্ন হইয়াছে। তাহারা প্রবল। তাহাদিগকে অভিভূত করিতে না পারিলে রজোশক্তির কার্য্য হইতে পারে না,—সৃষ্টিকার্য্য অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। ভগবান প্রকৃতিবশে অবশ বা নিদ্রাগত।

ব্রহ্মা প্রকৃতির স্তুতি করিলেন। ভগবান সেই নিদ্রামুক্ত হইয়া মধু কৈটভরূপী সত্ত্ব ও তমঃ গুণকে অভিভূত করিলেন। তখন সৃষ্টিকার্য্য অপ্রতিহত-ভাবে চলিতে লাগিল।

ক্রমে ক্রমে সলিলে মৎস্য, কর্দ্দমে কূর্ম্ম ও পরে কর্দ্দম দৃঢ়ীভূত হইয়া অরণ্যময় হইলে, বরাহ সৃষ্টি হইল।—চণ্ডীর মহিষাসুর গীতার অবতার বাদের নরসিংহ—নিম্নার্দ্ধ পশু, উপরি-অর্দ্ধ-নর। বানর হইতে বা পশু হইতে মানুষের সৃষ্টি হইয়াছে।

এখন দেখা যাউক কৃষ্ণলীলাটা কি—আধ্যাত্মিক ব্যবসায়ীদিগের যত আপত্ত্য তাঁহার বৃন্দাবন-লীলায়। এইজন্যই তাঁহারা কৃষ্ণের রাধা কাড়িয়া লইয়া তাঁহাকে লক্ষ্মীছাড়া করিবেন। তাঁহারা কৃষ্ণকে বৃন্দাবনের প্রেমিক-রস-নাগর হ'তে দিবেন না, কেবল তাঁহাকে বেদব্যাস, বিস্মার্ক সাজাইবেন। কিন্তু তাঁহার লক্ষ লক্ষ ভক্তগণ তাঁহাকে Dry philosopher হইতে দিবে না। তাহারা তাঁহার বৃন্দাবন-লীলাতেই যত সুখ পায়। কৃষ্ণের সেই লীলাই হিন্দুর হৃদয়ে, হিন্দুর ঘরে ঘরে বিরাজমান। তিনি গীতা লিখিতেছিলেন কি পাণ্ডবদিগকে কূট বুদ্ধি দিয়া, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তাঁহাদিগকে জয়ী করিয়াছিলেন, সে বিষয় ভক্ত বৈষ্ণবগণ বড় কেয়ার (Care)

করেন না। আর এই লক্ষ লক্ষ ভক্তবৃন্দকে reformed হিন্দু করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। Reformed হিন্দু যদি দশজন হয়েন তবে ভক্তবৃন্দ দশ লক্ষ; এবং তাঁহারা কৃষ্ণের রসরাজমূর্ত্তি ভিন্ন অন্য মূর্ত্তি পূজা করিবেন না ও বলিবেন,—"তোমাদের মত আমরা "শুষ্ক হৃদয় লয়ে, আছে দাঁড়াইয়ে, ঊর্দ্ধ-মুখে কত নরনারী" গাহিতেও চাহি না। তোমরা যদি আমাদের মত ভক্তের হৃদয় পাইতে তবে দেখিতে যে রাধাকৃষ্ণ যুগলমূর্ত্তি, ভক্তে হৃদয়-কুঞ্জ-বনে কি সুখে বিহার কচ্চেন ও ভক্তকে তাঁহার প্রসাদ দিচ্চেন।

হঠাৎ জেঠামহাশয়ের একটা কথা মনে পড়িল এবং ভয় হইল। তিনি ত আসরে আজি প্রথম নামিয়াছেন, কিন্তু একেবারে যে ওস্তাদি রকমের কেদারা, আড়াঠেকা ভাঁজিয়া বসিলেন। প্রথমে ত চুট্‌কী রকমের কালেংড়া, আড়াখেমটা গাইয়া দেখিতে হয় যে মানুষে তাঁহাকে শুনে কিনা;— এই ত জগতের নিয়ম এবং যুক্তিসিদ্ধ নিয়মও বোধ হয়। ওস্তাদ ত আর একদিনে হওয়া যায় না। তব্‌লায় তেরাকেটাটি পর্য্যন্ত না ভাঁজিয়া ত আর একবারে পাখোয়াজে চাটি দেওয়া যায় না। হেলে ধর্‌তে না পেরে কেউ কেউটে ধর্‌তে যায় না।

বঙ্কিম বাবু প্রথমে বিষবৃক্ষ, শেষজীবনে কৃষ্ণ-চরিত্র লেখেন। সেক্সপিয়রও প্রথমে রোমিও জুলিয়েট্‌ ও পরে হ্যামলেট্‌ ও টেম্পেষ্ট লেখেন। সে হিসাবে কৃষ্ণের প্রথমে বৃন্দাবনলীলা আরম্ভ করে, শেষে কুরুক্ষেত্রে,—বিস্‌মার্ক-গিরিতে শেষ করা ত কিছু অন্যায় হয় না। যাহা হউক, যাহারা অনেক আসর মারিয়াছে ও সকল বড় বড় কালওয়াতি কথা ও ওস্তাদি গান তাহাদের মুখে ভাল লাগিতে পারে। আমি উহার অবতারণা করিলে লোকে বলিবে "হেলে ধরিতে পারেন না কেউটে ধরিতে যান।" যাহা হউক, যখন কৃষ্ণলীলার অবতারণা করিয়াছি, তখন তাঁহার বৃন্দাবনলীলার ২।৪টি কথা বলিব।

বৃন্দাবন লীলা।

আজ কাল দেখিতেছি শিক্ষিত সমাজের কিয়দংশ শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলাটাকে লইয়া বড়ই ব্যতিব্যস্ত পড়িয়াছেন। ঐ লীলাটুকু না থাকিলে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে ভদ্রলোকের ছেলে বলিয়া, আদর করিয়া, সভ্যজগতে লইয়া পরিচয় দিয়া বেড়াইতে পারিতেন। কৃষ্ণের ৭০০০ গোপিনী লইয়া ক্রীড়া কৌতুক—তাঁহারা কিছুতেই হজম করিতে পারেন না। অতএব কেহ বলেন রাধাটা, গোপিনীগুলা কেবল মিস্—কেবল কবি-কল্পনামাত্র। প্রকৃত শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কেবল বিস্‌মার্কগিরি করিয়াছিলেন; তিনি গীতার উপদেশদাতা ও রচয়িতা বটেন, কিন্তু তিনি শৈশবে ও যৌবনে,—যমুনাজলে, কদম্বমূলে বসিয়া যাহা করিয়াছেন, কহিয়াছেন ও খেলিয়াছেন—তাহা সমস্ত প্রক্ষিপ্ত বা কবি-কল্পনা।

যাঁহারা কৃষ্ণকে কেবল একটী উৎকৃষ্ট মানুষ অর্থাৎ মানুষের একটী রয়্যাল এডিসন্ মাত্র মনে করেন, তাঁহাদের ঐ সকল অসুবিধা হইলে হইতে পারে; কিন্তু যাঁহারা তাঁহাকে নারায়ণের একটী

অবতার বলিয়া তাঁহার পূজা ও ভক্তি করেন, তাঁহাদের ঐ সকল বাধা বিঘ্ন কিছু আটকায় না। ভগবান লীলাময়, আনন্দময়, তিনি সামান্য মানবের মত এ নিয়মে, ও নিয়মে, সে নিয়মে বদ্ধ নহেন। মানবে যাহা করিতে পারে না,—মানবের যাহা করা উচিত্ নহে, সে নিয়ম সে (Code of morality) ত মানুষেরই কৃত, ভগবান তাহাতে বদ্ধ,—তাঁহার বাহিরে যাওয়া তাঁহার উচিত নহে—ইত্যাদি বিষয় তাঁহার উপর অর্পিলে, তাঁহাকে সংকীর্ণ করিয়া ফেলা হইল। তিনি আর সর্ব্বশক্তিমান্ রহিলেন না। একদিকে বলিতেছি তিনি অনাদি, অনন্ত, সর্ব্বশক্তিমান—আবার বলিতেছি তিনি কখনও এটা কত্তে পারেন না,—ওটা কত্তে পারেন না,—এই দুই ভাব কি পরস্পর বিরোধী (Contradictory, Suicidal) হইতেছে না ?

এ বিষয়ে মীমাংসার জন্য পণ্ডিত, তার্কিক, বিদ্যাভিমানীগণের নিকট যাইবার আবশ্যক নাই। ভক্তের কাছে যান, দেখুন তাহার মনে কোন গোল লাগিয়াছে কি না ? ভগবান পণ্ডিতেরও নহেন,—মূর্খেরও নহেন,—ধনীরও নহেন,—গরীবেরও নহেন —তিনি কেবল ভক্তের প্রেম ও ভক্তি ডোরে আবদ্ধ। ভক্তবৎসল ভগবান। ভক্তের বোঝা

ভগবান বহেন। তাঁহার অনন্তলীলার কোন অংশের কারণ মানবকে দিয়া থাকিলে, তিনি ভক্তকেই তাহা দিয়াছেন। পণ্ডিতকে, তার্কিককে তাহা দেন নাই বলিয়াই বোধ হয়। ভক্ত তাঁহার "ধড়াবাঁধা, চূড়াপরা, কদম্বেরই মূলে" মূর্ত্তি দেখিয়া যে আনন্দ-রসে আপ্লুত হয়, অন্যে সে রসের সে মধুরতা আস্বাদন করিবার শক্তি কই? তাঁহার কৃপা ব্যতীত সে শক্তি হইতে পারে না। অতএব ভগবানের বিষয় কিছু শুনিতে কি জানিতে হইলে ভক্তের কাছে যাও। আর জগতেরও ত তাই নিয়ম। কোন বিষয়ের কিছু জানিতে হইলে, মানুষ সে বিষয়ের গুরুতত্ত্ববিদের (specialist) নিকটই গিয়া থাকেন। আইন সম্বন্ধে কোন বিষয় সদুপদেশ জানিতে হইলে, লোকে এস্, পি, সিংহের কাছে, কি রাস-বিহারী ঘোষের কাছে জানিতে যায়। ডাক্তারীর কোন উপদেশ আবশ্যক হইলে, আর্, এল্, দত্ত কি নীলরতন সরকারের কাছে যায়। ইলেক্‌ট্রিসিটির কোন গুরুতত্ত্ব জানিতে হইলে, আমেরিকার এডিসনের কাছে যাইতে হয়। এই সকল সামান্য মানবীয় বিষয় জানিতে হইলে, স্পেস্যালিষ্টের কাছে যান, আর মনে করেন ভগবানের অনন্তলীলার নিগূঢ় তত্ত্ব যে সে কহিয়া দিতে পারে। বিদ্যার

তেজে, তর্কের জোরে কেহ ধর্ম্মবীর হইতে পারে নাই। বুদ্ধদেব, যীশুখৃষ্ট, মহম্মদ প্রভৃতি ধর্ম্মবীরগণ বোধ হয় একেবারে নিরক্ষর ছিলেন। কিন্তু বিদ্যার যে আলোক তাহা জোনাকি পোকার ন্যায়; কিন্তু ধর্ম্মবীরগণের, ভক্তের হৃদয়ে, ভগবান যে আলো জ্বালিয়া দেন তাহা একশচন্দ্র তমোহন্তি। সে আলোকে দিগন্ত প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে,— ভক্তের আর আঁধারে আছাড়ি খাইবার ভয় থাকে না।

কেহ মনে করিবেন না যে আমি বলিতেছি যে ভগবান্ ভক্তের একচেটে জিনিষ,—আর কাহারও তাহাতে অধিকার নাই। আমার কথাটা এই যে, আইন ত একটা মানুষের করা সামান্য জিনিষ। ডাক্তারিও সেইরূপ (ইহার ভিতর হিন্দুর আয়ুর্ব্বেদ রহিল না, কেন না অনেকে বিশ্বাস করেন যে তাহা মহাদেবের স্বয়ং কৃত)। এই সকল সামান্য মানুষের করা জিনিষের গূঢ় রহস্য জানিবার জন্য মানুষ Specialistএর কাছে যায়। আর ভগবানের অনন্তলীলার কোন Specialist নাই? খুব সম্ভব যে আছে—তাহা ভক্তের হৃদয়—তাহা অতীন্দ্রিয়দেবের আলোকে আলোকিত, কাজেই ভক্ত সামান্য মানুষ অপেক্ষা বেশী দেখিতে পায়।

ভগবানের অনন্তলীলা ও মানবের স্বল্পবুদ্ধি ও দৃষ্টির বিষয় একটী সামান্য উদাহরণ দিলে, অনেকটা বুঝা যাইবে। একস্থানে একটী পিপীলিকার সার চলিয়া যাইতেছে। একজন লোক উহার উপরে এক কলসী জল ঢালিয়া দিল। পিপীলিকার সারের মধ্য দিয়া একটী জলস্রোত প্রবাহিত হইল। উহারা দুইভাগ হইয়া গেল,—কতক এদিকে ও কতক ওদিকে হইয়া গেল। এদিকের পিপীলিকারা আর ওদিকে যাইতে পারিল না—তাহাদের মধ্য দিয়া প্রবল স্রোত প্রবাহিত হইতেছে, তাহারা কিরূপে এপার ওপার হইবে। উহারা ভাবিয়া আকুল। সর্ব্বশক্তিমান ভগবানের তুলনায় মানব পিপীলিকা অপেক্ষা অনেক ক্ষুদ্র। যদিও তাহারা একটু বুদ্ধির প্রভাবে, বিজ্ঞানের কৌশলে অর্ণবপোত নির্ম্মাণ করিয়া বৃহৎ নদী ও সমুদ্র পার হইবার একটা উপায় উদ্ভাবন করিয়াছে, এবং আরও করিতে পারে ; তথাপি উহারা সন্তরণে উহা পার হইতে পারে না, কি চেষ্টা করে না। আর পিপীলিকারা ঐ জল ঢালিয়া দিবার রহস্যই বা কি বুঝিবে ? হয় ত কোন বিশেষ ময়লা বা আবর্জ্জনা ধৌত করিবার জন্য কোন মানব ঐ জল ঢালিয়াছে ; কিন্তু ক্ষুদ্র পিপীলিকারা হয় ত মনে করিতেছে যে ভগবান

কি অনিষ্ট ঘটাইলেন—তাহাদের সুখের সার ভাঙ্গিয়া দিলেন ;—তিনি বড় নির্দ্দয়, নিষ্ঠুর, তাই তাহাদের সুখে ব্যাঘাত করিলেন। অধিক বৃষ্টি হইতেছে,—পূর্ব্ববঙ্গের অনেক ধান ডুবিয়া নষ্ট হইতেছে,—সমস্ত পূর্ব্ববঙ্গবাসী হা হা করিতেছে। কিন্তু আবার সেই বৃষ্টিতেই পশ্চিমাঞ্চলের অনেক ধান বাঁচিয়া গেল,—মরুভূমি রাজপুতানার মাঠ সকল শ্যামল শস্যরাজিতে সুশোভিত হইল। ধুইয়া গিয়া কোন কোন প্রদেশের স্বাস্থ্যের উন্নতি হইল। ভগবানকে সমস্ত ভারতের,—সমস্ত পৃথিবীর,—সমস্ত জগতের শাসন সংরক্ষণ ও সুবন্দোবস্ত করিতে হয়। আমরা দুই চাল দশ চাল মাত্র দেখিতে পাই। তিনি কোন্ গজের কিস্তীতে কোথায় কে মাথ হইবে তাহার সমস্ত প্রতিবিধান করিতেছেন।

অতএব তাঁহার চালের দোষগুণ বিবেচনা করা কি সামান্য মানবের সম্ভবে? তিনি কোন্ অবতারে কোথায় কোন্ লীলা করিলেন,—কেন করিলেন,—এ সকল বিষয়ের কৈফিয়ৎ মানবের সাধ্য কি দেয়! তিনি যীশুরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া (আমি যীশুখৃষ্ট, ভগবানের পুত্র বলিয়া কাহাকেও বিশ্বাস করিতে অনুরোধ করিতেছি না ;—যাঁহার ইচ্ছা হয় করুন, যাহার ইচ্ছা হয় না করুন,—

খৃষ্টিয়ানেরা তাহা বিশ্বাস করেন,—অন্য ধর্ম্মাবলম্বীরা তাহা করেন না। উহার কোন সম্প্রদায়ের-সহিত আমার কোন বাদ প্রতিবাদ নাই) অবিবাহিত মরিয়া কেন ব্রহ্মচর্য্য ব্রতের একটী উৎকৃষ্ট উদাহরণ দিলেন,—মহম্মদের প্রতি কৃপা বিতরণ করিয়া তাঁহাকে কেন সংসারক্ষেত্রের মহাবীর করিলেন,—আবার বুদ্ধদেব, চৈতন্যদেব কেন যোড়শী রূপসী যুবতী পতিপ্রাণা সহধর্ম্মিণীকে একা গৃহে রাখিয়া, কেন সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিলেন,—এ সকল বিষয়ের কৈফিয়ৎ দেওয়া কি মানুষের কাজ। শ্রীকৃষ্ণ অবতারে ভগবান বৃন্দাবনে কি জন্য ১০০০ গোপিনীর প্রেমের উপাস্য দেবতা হইয়া জগতকে কি শিখাইলেন, তাহার গূঢ় তত্ব কি মানুষে কহিতে পারে! কিন্তু ভক্তবৃন্দও তাঁহার মোহন মুরলীধারী মূর্ত্তিতে কোন চাপল্য কি অশ্লীলতা ভাব ত দেখে না,—তাহারা উহা আনন্দময়ের অপার মহিমার একটী আনন্দ রহস্য বলিয়া বুঝিয়া লয়। বহুপূর্ব্বে শঙ্করাচার্য্য লিখিয়া গিয়াছেন,—'বালস্তাবৎ ক্রীড়াসক্ত, তরুণস্তাবৎ তরুণীরক্ত, বৃদ্ধস্তাবৎ চিন্তামগ্ন, পরমে ব্রহ্মণিকোঽপি ন লগ্নঃ।'' ইহা কি হইতে পারে না যে, রামাবতারে পিতৃভক্তি, প্রজাপালন-বৃত্তি ইত্যাদি দেখাইলেন? কৃষ্ণাবতারে বৃন্দাবনলীলার

—বালস্তাবৎ ক্রীড়াসক্ত, তরুণস্তাবৎ তরুণীরক্ত এই লীলার পরমোৎকর্ষ দেখাইলেন। আর একটী মানবের ৭০০০ গোপিনীর সহিত লাম্পট্য-প্রণয় কখন সম্ভবে না। কোন্ মানবের এত শক্তি যে অত গোপিনী অধীরা হইয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হয়! বাস্তবিক যদি তাহাই হইয়া থাকে, তবে উহা ত একটা ঐশীশক্তির প্রমাণ, নতুবা মানবীয় শক্তিতে ইহা ত সম্ভব নহে।

এক বন্ধু প্রশ্ন করিলেন যে, মহাশয়! ভগবানের লীলারহস্যের বিষয় জানিতে হইলে যদি ভক্তের কাছে যাইতে হয় তবে কৃষ্ণভক্তও ভক্ত, শাক্তভক্তও ভক্ত; কি বৈষ্ণবের কাছে পাঁটা খাওয়ার বিষয় জানিতে গেলেও তিনি লাঠি লইয়া তাড়াইয়া আসিবেন; আর শাক্তের কাছে মালো ও মাল্‌সাভোগের বিষয় জানিতে গেলেও তিনিও প্রায় তদ্রূপ ব্যবহারই করিবেন। অথচ সকলেইত ভক্ত, তবে এরূপ প্রভেদ দেখা যায় কেন? এস্থানে একটী দৃষ্টান্ত দিতে হইল। সিলেট জেলার ঢাকা দক্ষিণ নামক গ্রামে যে নিতাই-চৈতন্যের মূর্ত্তি স্থাপিত আছে, তদ্বিষয় পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। ক্রমে ঐ নিতাই-চৈতন্য এমন দেবতারূপে গণ্য হইয়াছেন। কত শত লোক দূর হইতে তাঁহার

পূজার মানসিক করে ও পূজা দেয়, ও পূজা দিলে অনেকের দুঃসাধ্য রোগও আরাম হইয়া যায়। উহার নিকটস্থ একটী গ্রামের কাজেম্ খাঁ নামক সামান্য একটা চাষা মুসলমানের পুত্র, জ্বর ও প্লীহা রোগে অনেক দিন হইতে ভুগিতেছিল। সামান্য পল্লীগ্রামের চিকিৎসায় তাহা কিছুতেই সারে নাই। কাজেম হতাশ হইয়া মনস্থ করিল যে "ন্যাতাই-চৈতন্" ঠাকুরের সে পূজা দিবে। তাহার পালিত ছাগীর দুইটী ভাল কাল পাঁটা হইয়াছে; তাহার ছেলে যদি ভাল হয় তবে সে ঐ জোড়াপাঁটা দিয়া "ন্যাতাইচৈতন্যের" পূজা দিবে। সরলপ্রাণ মুসলমান জানিত না যে বৈষ্ণবে ও শাক্তে কি প্রভেদ! তাহার জ্ঞান ছিল না যে উহা বৈষ্ণবের দেবতা,—উনি কেবল মাল্পো ও মালসাভোগে সন্তুষ্ট হয়েন এবং পাঁটা খান না। তাহার ছেলেটি যখন সম্পূর্ণ আরোগ্য হইল, তখন সে একদিন ঐ পাঁটাজোড়াটি লইয়া, ঐ দেবতার ঠাকুরবাড়ীর নিকট উপস্থিত হইল ও গেটে প্রবেশ করিতেছে, এমন সময় দুই চারিজন বৈষ্ণব দৌড়িয়া আসিয়া তাহাকে গালি-গালাজ দিয়া কহিল, 'ব্যাটা, বাহিরে যা,—পাঁটা লইয়া আমাদের ঠাকুরবাড়ী অপবিত্র করিস্‌নে। ব্যাটা, আমাদের মহাপ্রভু কি পাঁটা খান?" এইরূপ

ব্যবহারে ঐ সরলপ্রাণ মুসলমান কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া কিছুদূর ফিরিয়া যাইতেছে, এমন সময় দুই-জন যুবাপুরুষ বৈষ্ণব আসিয়া বলিল, "ওরে ওঠাকুর পাঁটা খান না বটে, কিন্তু ঐ পুকুরপাড়ে বটগাছের তলায় এক ঠাকুর আছেন,—তিনি পাঁটা খান। তুই জোড়াপাঁটা নিয়ে সেই ঠাকুরকে দে।" ঐ যুবক বৈষ্ণবগণ বিষ্ণুর সেবক হইলেও গোপনে তাহারা কখন কখন পাইলে মায়ের প্রসাদও খাইতেন। তাহাদের অল্প বয়স, দাঁতের খুব জোর,—এখনও খ'ড়্কে খাইতে হয় না; কাজেই, তাহাদের শক্তিরূপিণী দেবতার প্রতি কোন ভক্তি না থাকিলেও উহাদের মহাপ্রসাদের প্রতি বড় অভক্তি ছিল না। ঐরূপ কাল নধর শীরখোরা পাঁটাজোড়াটি দেখিয়াই তাহাদের রসনায় একটু জল সঞ্চার হইয়াছিল, ও তাহারা ঐ মুসলমানের সহিত সাক্ষাৎ করিবার পূর্ব্বেই বটবৃক্ষতলে একটী বাঁশের খুঁটা পুঁতিয়া, তাহার উপর উপরি উপরি তিনটি হাঁড়ি দিয়া, উহাতে সিন্দুর মাখাইয়া, ও কয়েকটি জবাফুল উহাতে দিয়া একটী আবশ্যক মত শক্তি-মূর্ত্তির ঘটস্থাপনা করিয়া আসিয়াছিল ও মুসলমানকে তথায় লইয়া গিয়া ঐ ঠাকুর দেখাইল। সে বেচারা নিতাই-চৈতন্যের মূর্ত্তি কখন দেখে

নাই; সে কথায় কোন অবিশ্বাস করিল না। আর তাহার পুত্রটি আরোগ্য হইয়াছে; সে পাঁটা-জোড়াটি ঠাকুরকে দিবে বলিয়া আসিয়াছে,—ঠাকুর উহা খাইলেই সে বাড়ী ফিরিয়া যাইতে পারে। আমার কোন বৈষ্ণব কি বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের প্রতি কোন শ্লেষ প্রয়োগ করা উদ্দেশ্য নহে। বাস্তবিক ঘটনা যাহা ঘ'টে ছিল ও যাহা অন্যস্থানেও ঘটে বা ঘটিতে পারে, তাহা বলাই উদ্দেশ্য। ঐ বৈষ্ণব যুবকদ্বয়ের সঙ্গে তাহাদের সমবয়স্ক আরও দুই-চারিটি লোক জুটিয়া গেল (একটা উত্তম ভোজের যোগাড় দেখিয়া জুটিয়া গেল) ও সকলে মা, মা শব্দ তুলিয়া শাঁক, ঘণ্টা বাজাইয়া ঐ বটবৃক্ষতলে একটা ধর্ম্মের বেশ সোর গোল তুলিয়া ফেলিল, এবং ঐ মুসলমানও বুঝিল যে তার "ন্যাতাই-চৈতন" এইবার তাহার পাঁটা খাইবেন। সে পরমভক্তি-ভরে দূরে দাঁড়াইয়া তাহার ভক্তিপূর্ণ-হৃদয়ের ভাষায় তাঁহাকে বারবার ডাকিতে লাগিল। লীলাময়ের কি অনন্তলীলা! ভক্তিপূর্ণ-হৃদয়, অশ্রুধারা বিগলিত-নয়ন সেই সরল-হৃদয় মুসলমান হঠাৎ অজ্ঞান হইয়া তথায় পড়িয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে জ্ঞান হইলে, সে কহিল যে কই বাবাজীরা যে কহিল ন্যাতাইচৈতন পাঁটা খান না, কিন্তু আমার পাঁটা

বন্দী হওয়ার সময় ত তাঁহারা দুইমূর্ত্তি ঐ হাঁড়ির উপর আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। সেই যুগলমূর্ত্তি দর্শন করিয়াই ত আমি অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গিয়াছিলাম। সেই বটবৃক্ষতলে এখন একটী কালী-মূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে ও তাহাও ঢাকা দক্ষিণের একটী দেবতারূপে গণ্য।

হিন্দুর মধ্যে নানা-শ্রেণীর উপাসক; এইজন্যই বোধ হয় প্রধান প্রধান তীর্থস্থানে একটী করিয়া প্রধান দেবতা থাকিলেও; তাঁহার চতুর্দ্দিকে নানা দেবদেবীর স্থাপনা আছে। দৃষ্টান্ত—পুরুষোত্তম বা পুরীর জগন্নাথের মন্দির। ঐ ঠাকুর বাড়ীর প্রাচীরের ভিতরেই বিমলা ও বিশ্বেশ্বরের পৃথক্ ছোট মন্দির আছে। সকল জগন্নাথ যাত্রীকেই পাণ্ডারা ঐ বিমলার মূর্ত্তি দর্শন করাইয়া থাকেন ও কিছু দর্শনী না দিলে বিমলা রাগ করিবেন ও জগন্নাথ দর্শন সফল হইবে না, ভয় দেখান।

উপরোক্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা এরূপ কতকটা বুঝা যায় যে, ভগবানকে যে যেরূপ ভাবে দেখিতে ও পাইতে ইচ্ছা করে, তিনি তাহার নিকট সেই ভাবেই উপস্থিত হন। বৈষ্ণবভক্তে মাগ্লো ও মাল্‌শা ভোগ খাইয়া ললাটে দীর্ঘ ফোঁটা করিয়া ও গলদেশে তুলসীমালা ধারণ করিয়া, ভগবানের চূড়াবাঁধা

ধড়াপরা; বামে হেলা মূর্ত্তি তাহার মনোমধ্যে বিরাজ করিতে দেখিয়া অপার আনন্দে নিমগ্ন হন। আবার শক্তির উপাসকগণ, কালী-করাল-বরণা—নরমুণ্ড-মালা-বিভূষিতা—দিগ্‌বসনা মূর্ত্তি, কেহ বা তাঁহার দশভূজা হরিদ্রবরণা—সিংহপৃষ্ঠে ভগবতী মূর্ত্তির আরাধনা ও পূজা করিয়া হৃদয়ে ও হস্তপদে বল পায়। মুসলমান ভক্তগণ কাচা খুলিয়া,—পশ্চিম মুখে দাঁড়াইয়া,—"আল্লা হো আকবর" বলিয়া অনন্তরূপ দর্শন করে। খৃষ্টিয়ানেরা ও ব্রাহ্মরা, গির্জ্জায় বা ধর্ম্মমন্দিরে বসিয়া ভগবানকে অনাদি, অনন্ত, সর্ব্বশক্তিমান কল্পনা করিয়া আনন্দে বিভোর হইয়া উঠে। এই সকল ও অন্যান্য অনেক সম্প্রদায়ই ভগবানের একটা না একটা রূপ, কেহ কেহ তাঁহাকে নিরাকার, নির্ব্বিকার কল্পনা করিয়া, তাঁহার অর্চ্চনা ও পূজা করিয়া থাকে। সকল সম্প্রদায়ের ভিতরেই প্রকৃত ভগবদ্ভক্ত কিয়ৎপরিমাণে আছেন। তবে ভগবানের নানা মহিমার ও নানা অবতারের ভিন্ন ভিন্ন এস্পেশ্যালিষ্ট (Specialist) আছেন। এক আইন বিদ্যার মধ্যেও ত নানা এস্পেশ্যালিষ্ট আছেন। দেওয়ানী আইন সম্বন্ধে গূঢ়তত্ত্ব জানিতে হইলে লোকে রাসবিহারী ঘোষের কাছে যায়। কিন্তু ফৌজদারী আইনতত্ত্ব জানিবার জন্য তাঁহার

কাছে কেহ যায় না। এ, চৌধুরী,– বি, চৌধুরী,— সি, চৌধুরী বা অন্য কোন চৌধুরীর কাছে যায়। সাধারণ রোগের চিকিৎসার আবশ্যক হইলে আর, এল, দত্ত কিম্বা নীলরতন সরকারের কাছে যায় বটে, কিন্তু অস্ত্র-চিকিৎসার আবশ্যক হইলে, ডাক্তার সর্ব্বাধিকারী কি অন্য অধিকারীর কাছে যায়। ভগবানের কৃষ্ণলীলার মহিমা জানিতে ইচ্ছা হইলে, বৈষ্ণবভক্তগণের নিকট যাও। শক্তিলীলার মহিমা বুঝিতে হইলে, শাক্তভক্তের নিকট যাও। যীশু-খৃষ্টলীলার মহিমা বুঝিতে হইলে, খৃষ্টিয়ান ভক্তের নিকট যাইতে হইবে। একশ্রেণীর ভক্ত সাধারণতঃ অন্যশ্রেণীর ভক্তের নানা সমালোচনা করিয়া থাকেন, এবং কখন কখন বাক্য ছাড়িয়া লাঠিও ধরিয়া বসেন। জগতের ইতিহাসে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ দৃষ্ট হয়। হিন্দুর সহিত বৌদ্ধের, বৈষ্ণবের সহিত শাক্তের, রোমেন্ ক্যাথলিকের সহিত প্রোটেস্-টাণ্টের, সিয়ার সহিত শুণ্যির ভূরি ভূরি বাক্যুদ্ধ, অস্ত্রযুদ্ধ, প্রবল সমর পর্য্যন্ত হইয়াছে, হইতেছে এবং হইবে। সেই জন্যই বলিতেছি যে বৃন্দাবনলীলা রহস্যের যদি কেহ কোন গূঢ় তত্ত্ব জানিতে বা দিতে পারেন, তবে তাহা ভক্ত বৈষ্ণব,—অন্যে পারে না।

জেঠামহাশয়ের ধর্ম্ম।

ভোলামন) যদি প্রাণভ'রে তাঁরে ডাক্‌তে পার ;
শমন দমন ভয় রবে না, অনায়াসে ভব পার।
খোদা, আল্লা, যীশুখৃষ্ট, কালী, দুর্গা, তারা, বিষ্ণু
এ সব নাম মানুষের দেওয়া তিনি কিন্তু পরাৎপর ॥

মনে করেছিলাম এই সূচনার বিষয়টি এ যাত্রা গোপন রাখিব, কিন্তু অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া উহা প্রকাশ করাই ভাল,—এই স্থির করেছি। প্রায় দুই মাস পূর্ব্বে অত্রস্থ জজ আদালতের দ্বিতীয় কেরাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিবার সময় (তাঁহার বাসা হইতে আমার বাসা অর্দ্ধ মাইল হইতে পারে) উপরোক্ত ৪টি লাইন মনে উদয় হইয়াছিল। তাঁহার বাসায় দুইটি মুসলমানও বসিয়াছিল এবং একটী উকীলবাবু ছিলেন—অর্থাৎ ঐ উকীলবাবুর সেই বাসাটি,—কেরাণী বাবু তাঁহার বাসায় থাকিতেন। ঐ উকীল, কেরাণী, ঐ উকীলের দুই একটী মুহুরী, ঐ দুইটী মুসলমান ও জেঠামহাশয় একঘণ্টাকাল তথায় থাকিয়া ঐ গানের বিষয়টাই আলাপ করিয়া উঠিয়া আসেন, এবং

আসিতে আসিতে ঐ গানের ভিতরের ভাবটি মনে মনে আলোচনা করিতেছিলেন। বাসায় আসিয়া ঐ ৪টি লাইন লিখিলেন। তখন ইচ্ছা ছিল যে উহার আরও ২।৪টি কলি লিখিবেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় এযাবৎ জেঠামহাশয় উহাতে আর একটী কথাও যোগ করিতে পারিলেন না।

জেঠামহাশয়ের নিবাস কোথায়, বয়স কত, কি পেসা ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর নামটি ছাড়া ইহার ভিতর সকলই আছে। তিনি এই প্রথমে আসরে নামিয়া একটী গান ধরিয়া দেখিতেছেন যে লোকে তাঁহাকে শুনে কিনা। তাঁহার বিশ্বাস যে শ্রুত-যোগ্য হয় ত তাঁহারা কেন না শুনিবেন। তাঁহাদের সহিত আর তাঁহারত কোন শত্রুতা নাই বরং মিত্রতাই আছে। যদি তাঁহারা শুনেন তবে পরে জেঠামহাশয় আরও গাইতে পারেন। জেঠামহাশয় নামটি দিলেন না কেন? নাম থাকিলে তো দিবেন। রেলির নাম আছে, লিখিয়া দিলে দু-আনা বেশী দরে বিক্রয় হয়। ডসনের নাম আছে, জুতায় লিখিয়া দিলে খুব বিক্রী হয় ও দরদস্তুর করিতে হয় না,—ঝঞ্ঝাট নাই,—সকলেই বোঝে ডসনের জুতা, উহা কখনও মন্দ জিনিস হইবে না। রবীন্দ্র ঠাকুরের নাম আছে;—বিলাতে Rudyard kiplingএর, —

Hall cainএর নাম আছে, তাই তাঁহাদের একখানি বই বাহির হইবে জানিতে পারিলে মানুষে হাঁ করিয়া থাকে। বাহিরিবামাত্র তাহা লুফে লয়, লুফে লয় (বিবাহ-বিভ্রাটের কথাটি ধার লইলাম; পরিশোধ করিতে পারিব বলিয়া আশা নাই। তবে উহার কর্ত্তা প্রতিভাশালী লোক; দীনদুঃখী দেখিলে হয় ত Magnanimity দেখাইয়া, যাও তুমি গরীব,—তোমাকে ছাড়িয়া দিলাম,—কিছু দিতে হইবে না বলিয়া ফেলিতেও পারেন।) আহা নামের কি মহিমা! কতশত লোক কেবল নাম করিয়াই অকুল ভবসিন্ধু পার হইয়া চলিয়া গেলেন! জেঠামহাশয় এই ত খেয়া-ঘাটে আসিয়া পৌঁছিলেন। "বাড়ীতে তাড়াতাড়ি, খেয়াঘাটে গড়াগড়ি"—এখন তাঁহাকে কত গড়াগড়ি দিতে হইবে, তবে যদি খেয়া নৌকায় উঠিতে পারেন। কিন্তু একবার নৌকায় পা দিতে পারিলে আর পায় কে? নৌকা মাঝগঙ্গায় বোঁ বোঁ ক'রে চলে যায়। বাহোঁয়া পেলে কেনা গায়। কেহ না শুনেন ত জেঠামহাশয় পেসাদার গাইয়ে নহেন, সকের দল মাত্র ক'রেছেন—তাহা হইলে এই সাবর্ণিক মন্বন্তরে দেবী-মাহাত্ম্যে সীলেট-লীলা নাম অধ্যায় সমাপ্ত।

চুটকি।

জেঠামহাশয় সংসার-সমুদ্রের ঘোর ঘূর্ণিবায়ুতে পতিত হইয়া অনেকগুলি জেলা ও মহকুমা ঘুরিয়াছেন এবং নানা বন হইতে নানা ফুল সংগ্রহ করিয়াছেন; কিন্তু যতদূর নিজে পরীক্ষা করিতে পারিয়াছেন, তাহার কোনটাই গোলাপ, মল্লিকার মত সুগন্ধ নামজাদা ফুল বলিয়া বোধ হয় না,—অধিকাংশই ঘেঁটুফুল,—দুর্গন্ধময়। উহা ভদ্রলোকের কাছে বাহির করিলে তাঁহারা উহার গন্ধে পালাইয়া যাইবেন বোধ হয়। যাহা হউক একবার পরখ করা যাক। তবে একটা কথা—জেঠামহাশয় প্রায় একটী প্রবীণ লোক; কিছু দুনিয়াদারী, দোকানদারী যে শেখেন নাই এমন নহে। প্রথমেই খদ্দেরের সামনে বেশী দরের জিনিষগুলি ধরিয়া দিলে আর ত কম দরের জিনিষ পছন্দ হইবে না। সকলে ত আর বেশী দরের জিনিষ লইতে পারে না—আর তা'হলেই বা তাঁর অল্পদরের জিনিষগুলি কেমন করিয়া কাটিবে। পাঁচফুলে সাজি,—তিনি সাজি শুদ্ধ ফুলের সকলগুলিই বিক্রয় করিতে আসিয়াছেন; একেবারে তাঁহার গোলাপ কয়টি দেখাইয়া

দিলে ত আর ঘেঁটু ফুলগুলি বিক্রয় হইবে না। অতএব প্রথমে ঘেঁটু ফুলগুলিই বাহির করিয়া বসিলেন। এখন দেখা যাক্ ইহাতে "ভোলে কিনা ভোলে কালারই মন।"

জেঠামহাশয় সিলেটে যে বাড়ীটিতে বাস করেন তাহা পাকাবাড়ী এবং সিলেট চৌরঙ্গির উপরই বটে। পঞ্চাশ হাত তফাতে বার লাইব্রেরী,—এক শত হাত তফাতে সবজজ আদালত,— দেড়শত হাত তফাতে জজ আদালত বা সিলেটের হাইকোর্ট। এই সকল দুর কখনও মাপেন নাই ;. কিন্তু মাপিলে বড় বেশী বেশ-কম হবে না। জেঠামহাশয়ের বাড়ী ও ঐ সকল সরকারী গৃহ ও আদালতের মধ্যস্থান সমস্ত জায়গা—এমন কি হাজার হাত তফাতে দক্ষিণে সুর্ম্মানদী পর্য্যন্ত সমস্তই খোলা জায়গা ; মধ্যে কেবল একটী গির্জ্জে ও সিলেট টাউন হল্ দাঁড়াইয়া আছে। কিন্তু তাহারা দৃষ্টি অবরোধ করে না। সুর্ম্মানদী দিয়া ষ্টীমার, নৌকা যাইলে উহা জেঠামহাশয়ের বৈঠকখানাতে বসিয়া দেখা যায় এবং ১১টা হইতে ৫টার মধ্যে ষ্টীমার যাইলে জেঠা-মহাশয়ের বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা আসিয়া, বৈঠক-খানার খড়খড়ি খুলিয়া দিনান্তে একবার ষ্টীমার—জগন্নাথ মন্দিরের মত দর্শন করিয়া লয়। চৌরঙ্গির

ধারে, অতএব বাড়ীটি সাহেবী রকমের এবং এক সময়ে ইহাতে জেলার সিবিল সার্জ্জন বাস করিতেন। মনে করিবেন না যে চৌরঙ্গির ধারে একটা সাহেবের বাড়ীতে বাস করেন,—অতএব জেঠা-মহাশয় একটা মস্ত লোক—এই কথাটা প্রকারান্তরে পরিচয় দিতেছেন। ঐ সব কথাই সত্য, তবে ঐ বাড়ীটি এখন বড়ভূমিকম্পের (এদেশে উহাকে বলে ভুঁই-চাল্) ভগ্নাবশেষ মাত্র; উহাতে তিনটি মাত্র পাশাপাশি ঘর আছে। বৈঠকখানাটির ভিতরের দরজার পরদা তুলিলেই জেঠামহাশয়ের অন্দরমহল বাহির হইয়া পড়ে। এবং যে ঘরটী তাঁহার বৈঠকখানা, উহাতেই রাত্রিতে তাঁহাকে সপরিবারে শয়ন করিতে হয়; অন্য ঘরগুলি তত ভাল নহে। যে তক্তাপোসে জেঠামহাশয়ের তাকিয়া পড়িয়া থাকে এবং যাহার একধারে তাঁহার টেবিল, চেয়ারও আছে, তিনি বাহির হইয়া গেলে তাঁহার গৃহিণী আসিয়াও নাকি সেই ঘরেই বৈঠকখানা করেন,—কিন্তু তাঁহাকে তাকিয়া ঠেস দিয়া বসিতে কেহ কখন দেখেন নাই। তবে জেঠামহাশয় দৈবাৎ কখন তাঁহাকে একখানি চেয়ারে বসিতেও দেখে-ছেন। তাঁহার পরিবার লুকিয়ে চুরিয়ে বৈঠক-খানায় আসেন ও বসেন। ইহাতে জেঠামহাশয়

কথনও মৃদু-মধুর আপত্য করিলে, গৃহিণী জবাব দেন যে এই ঘরটা থেকে সহরের সমস্তই দেখা যায়,—সব জজরা ব'সে আদালত করিতেছেন,—উকীলবাবুরা চোগা-চাপকান্ পরিয়া এঘর ওঘর দৌড়িতেছেন (এদেশে উহাকে আভ্যাগত ক'চ্চেন বলে),- চাপরাসিদের "রামতনু সা—আসামী হাজির হও" করিয়া চেঁচাইয়া চেঁচাইয়া গলা শুকাইয়া যাইতেছে (উহারা মধ্যে মধ্যে জেঠা-মহাশয়ের বাসায় আসিয়া জল চাহিয়া খাইয়া যায়; তাহাতেই বলি উহাদের চেঁচাইয়া গলা শুকাইয়া যায়), অপরদিকে গির্জ্জেতে রবিবার দিন বিকালা ও অন্যান্য দিনও কত সাহেব, বিবি, পদব্রজে ও শকটারোহণে আসিয়া নামিতেছেন ও ঢুকিতেছেন, এবং উহার নিকটেই সহরের বড় চৌমাথা, সেখান দিয়া ছাগল হইতে হাতী পর্য্যন্ত ও শ্যামসেনের ভাড়াটিয়া গাড়ী হইতে রাজা গিরিশের বড় জুড়ী পর্য্যন্ত মধ্যে মধ্যে যাইতেছে—এমন ঘর ছেড়ে আমি তোমার পাশের এঁদো ঘরে গিয়া বসিয়া থাকি। জেঠামহাশয় দেখিলেন উকীল বাবুদের বার্লাইব্রেরির কাছে বাস করিয়া, উহার বাতাস গায়ে লাগিয়া তাঁহার গৃহিণীর সওয়াল জবাবের ক্ষমতাটা বড় কম হয় নাই। এমনি ত গৃহিণীরা

প্রবল-পরাক্রান্ত, তাঁহারা যাহা বলিবেন কোন্ পুরুষের সাধ্য তাহা না করে? তাহার উপর যদি আবার তাঁহাদের সওয়াল জবাবের ক্ষমতা হয়, তবে ত সোণায় সোহাগা হ'য়ে গেল। স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী— আর বড় বেশী দুর রহিল না। তাহার উপর আবার জেঠামহাশয়ের ছেলেবেলার একটা Principal Hastie সাহেবের বলা গল্প মনে পড়িয়া গেল। তিনি বলিয়াছিলেন যে, মহারাণী কুইন ভিক্টোরিয়া একবার Philosopher Carlyleকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, এবং দুজনে বসিয়া, টেবিলে খানা খাইতে খাইতে (মহারাণী সে দিন আর কাহাকেও নিমন্ত্রণ করেন নাই) মহারাণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "Well, Sage of chelsea, can you describe the modern age in a pitty short sentence?" Carlyle পাঁচ মিনিট চুপ করিয়া থাকিয়া উত্তরটি মনে মনে ভাঁজিয়া বলিলেন,— "Yes, your majesty." "Man is the objective case governed by the active verb women."

মফঃস্বলবাসী।

" পল্লীবাসী বলিলে চলিত না কি? না, পুরা মানেটা বুঝাইত না। উহাতে মফঃস্বলের সহরগুলি বাদ পড়িয়া যাইত। এই জন্যই ইংরাজেরা পাকা, কাঁচা, জঙ্গল ইত্যাদি নানাদেশী কথা ইংরাজীভাষার অংশ করিয়া তাহা তাঁহাদের ডিক্সনারির ভিতর করিয়া লইয়াছেন। এখন ছোট লাট আসিলেন, ছ'মাস পরে হাইকোর্টের জজ আসিবেন,—২৫ বৎসর পূর্ব্বে একবার রমাবাই আসিয়াছিলেন,—৩০ বৎসরের পূর্ব্বে রাজা নন্দলালের ছেলের বিবাহ হইয়া গিয়াছে, ঢাকা হইতে বাইনাচ আসিয়াছিল,—এসবগুলি মফঃস্বলের বড় বড় ঘটনা,—ইহাতে সহর তোলপাড় হইয়া যায়। তিন দিন পূর্ব্বে হাই-কোর্টের একজন জজ Mr. Justice Watson সিলেটে inspectionএ আসিয়া দুই দিন থাকিয়া চলিয়া গিয়াছেন,—জেঠামহাশয় তৎসম্বন্ধে অত্র কয়েকটি কথা বলিলেন। উহা যে কেবল সিলে-টেরই কথা তাহা নহে,—সিলেট কথাটীর স্থানে নোয়াখালি,—বা তাহার স্থানে খুলনা করিয়া দিলে, উহা ঐ সকল স্থানের কথাও বুঝাইতে পারে।

প্রায় এক মাস হইতে গানাঘুসা হইতেছে যে, Mr. Justice Watsonও inspectionএ আসিবেন। ১৫ দিন পূর্ব্বে ঐ জজ বাহাদুরের চিঠি আসিল এবং তখন হইতে in right earnest তাহার receptionএর জন্য আয়োজন হইতে লাগিল। জজ সাহেব তাঁহার সেরেস্তাদার, ২।১ জন সবজজ বাবুরাও মধ্যে মধ্যে পরস্পর দেখাশুনা ও মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন;—উহার ফলে দেখা গেল যে, জজ কাছারীর নিকটে হাজার গুলি বাঁশ আসিয়া পড়িয়াছে। ক্রমে উহা খাদি খাদি হইয়া নদীর বড় বাঁধা ঘাট (অর্থাৎ সদর ঘাট) হইতে ঐ কাছারী পর্য্যন্ত রাস্তার দুধারি বসিয়া গেল। বাঁশের কি সৌভাগ্য!—যে বাঁশ রান্নাঘরের চালে উঠিয়া ধোঁয়া খাইতে খাইতে কৃষ্ণমূর্ত্তি ধারণ করেন,—অথবা তাহার সহোদরগণ পাইখানার নিকটের বেড়া হইয়া ম্যাথরাণীর কত ঝাঁটা খান ও নীরবে তাহা সহ্য করেন,—আজ মহতের আশ্রয় পেয়ে, সেই বাঁশের বাহার দেখে কে? "কামালে জোমালে বরটী।" ১০ জন পরামাণিক—হস্তে দা (কাটারী) লইয়া বসিয়া ঐ সকল বাঁশের বরসজ্জা করিয়া দিতেছে। উহাদের আগাগোড়া রঙ্গিল কাগজে মুড়িয়া, উহাদের গলায় রঙ্গিল

কাগজের ফুলের মালা ঝুলাইয়া দিয়া,—খোঁটার মাথায় মাথায় রঙ্গিন কাগজ মোড়া বাঁখারি দিয়া,—মধ্যে মধ্যে শত শত রঙ্গিন কাগজের লণ্ঠন ঝুলাইয়া দিয়া, ঠিক বে-বাড়ী ও বরের আসর সাজাইল,—সজ্জিত খোঁটাগুলি যেন সব জোড়া জোড়া বর-ক'নে —টিকিচূড়া বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে ও জীবন্ত মানুষ বরকে সমাদরে সম্ভাষণ করিতেছে। বেলা ৮টার সময় লগ্ন স্থির ছিল,—কিন্তু অনেক দূর দুর্গম রাস্তা, বর আসিতে বেলা ১০টা হইয়া গেল। নদীর নিকটেই circuit house বাঙ্গালা—(যাহাতে লাট সাহেব আসিলে থাকেন)—উহার প্রশস্ত বারাণ্ডায়—দেওয়ানী কার্য্যবিধি বিভাগের প্রায় সমস্তগুলিই সমাসীন ও গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। সব জজ বাবুদের একজন—কোথায় ঐ হাইকোর্টের জজের অধীন মুন্সেফী করিয়াছিলেন,—অতএব তিনি তাঁহার পরিচিত,—তাঁহার চিন্তা সর্ব্বাপেক্ষা উৎকট। বড় landow জুড়ি সাত মাইল হইতে সাহেবকে আনিতে গিয়াছে—রাস্তা বড় ভাল নহে,—সাহেব বড় nervous ইত্যাদি নানা দুশ্চিন্তা-সূচক বিষয়গুলি আলোচনা হইতে লাগিল। নীত-বরটী, অর্থাৎ বড় সাহেবের tour clerkটী,—পূর্ব্বেই আসিয়া পৌছিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার মন

তত কুচিন্তারত নহে—একে তিনি ঘরের শত্রু, বর-যাত্র—তাহাতে আবার নীতবর,—ইহাতে কাহার স্ফূর্ত্তি না হইয়া থাকে। সাহেব এখনও কেন আসিল না,—কেন আসিল না—ইত্যাদি নানা প্রশ্নের মধ্যে জেঠামহাশয় বলিলেন যে,—"মহাশয় ব্যাপারটা বড় সহজ নহে!—ইহা ত আর একটী পাঁটাবলী নহে, যে আন্‌লে,- ছাড়ে ফেল্‌লে,—আর কোপ্ মার্‌লে! এটি মহিষ-বলীর উদ্যোগ হইতেছে। দুই ঘণ্টা আগে থাক্‌তে গাঁ-সুদ্ধ লোক মা, মা, ক'রে তোলপাড় না ক'র্‌লে কি আর মাহিষ-পড়ে?"

কিন্তু বিধির কি বিড়ম্বনা! সন্ধ্যার পর আলো দেওয়া হইবে, বরকে তাহার ভিতর দিয়া লইয়া বেড়ান হইবে; কিন্তু বেলা ৩টার সময় হঠাৎ আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন হইয়া প্রবল ঝড় উঠিল,—হাজার chinese লণ্ঠন ও ফুলের মালা, যাহা ৫ মিনিট পূর্ব্বে আমোদ ভরে দুলিতেছিল,—তাহা ঝঞ্ঝাবাতে নিমিষের মধ্যে পাখী হইয়া পায়রার ঝাঁকের মত শূন্যে বিচরণ করিতে লাগিল। কে যেন উহাদের ভব-যন্ত্রণা হইতে নিস্তার করিয়া সংসার-বন্ধন এক চোটে কাটিয়া দিল;—উহারা হঠাৎ সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিয়া শূন্যমার্গে যথাইচ্ছা

তথা বিচরণ করিতে লাগিল। অবশেষে কতক স্বর্ণার জলে,—কতক লম্বা দিঘীতে,—কতক গির্জ্জার মাথায় জড়াইয়া আত্মহত্যা করিয়া প্রাণত্যাগ করিল।)

দেখা গেল যে, হাইকোর্টের জজ Watson সাহেব একটী প্রবীণ, রসিক লোক। সন্ধ্যার সময় জজ সাহেবের বাঙ্গালায় evening party সহরের সমস্ত গণ্যমান্য লোক সাহেবকে সমাদরে সম্ভাষণ করিবার জন্য তথায় সমাসীন। ঐ বাঙ্গালাটী একটী টিলা অর্থাৎ পাহাড়ের উপর নির্ম্মিত,—ঐ টিলার উপর বাঙ্গালাটী প্রায় কলিকাতার মনুমেণ্ট সমান উচ্চ হইবে অর্থাৎ রাস্তা হইতে উহা প্রায় ৫ তোলা উচ্চ ;—ক্রমে উচ্চ রাস্তা দিয়া উহার প্রায় অর্দ্ধেকটা ঘোড়ার গাড়ীতে উঠা যায়, বাকী অর্দ্ধেকটা সিঁড়ি দিয়া ও পাহাড়ের গা দিয়া উঠিতে হয়। বর্ত্তমান জজ সাহেব ঐ টিলার উপর নিজের বাসস্থানটি এখন যেন ফলপুষ্পে সুশোভিত করিয়া নন্দন-কানন করিয়া তুলিয়াছেন। সাহেবটি কিন্তু অবিবাহিত। একদিন জেঠামহাশয়কে লইয়া তিনি সমস্ত বাগান দেখাইলেন ; অবশেষে marshal neil গোলাপ গাছের নিকট উহার দুইটি ফুল ফুটিয়াছে—তৎ-সম্বন্ধে কথা কহিতে কহিতে জেঠামহাশয় বলিলেন,

"Sir, it was a veritable jungle before, you have turned it into a garden of Eden." সাহেব,—"But bear in mind without an Eve. উহার উপর উঠিয়া জজ Watson সাহেব কহিলেন,—"A grand view, —it is a real heaven." জেঠামহাশয়,—Yes my Lord—but the ascent to heaven is the most difficult thing." জজ সাহেব ও সব জজ বাবু Watson সাহেবের নিকট সকল ভদ্রলোকদিগকে introduce করাইয়া দিতে লাগিলেন। Watson সাহেব প্রবীণ, রসিক,—যেখানে যাহাকে যে কথাটি সাজে ঠিক তাহাকে সেই কথাটি বলিতে লাগিলেন। এইরূপে সন্ধ্যার মৃদুলহিল্লোলে পাহাড়ের উপর আজ রসের ঢেউ বহিতে লাগিল;—নীরস লোকেও তাহা দেখিয়া রসিক হইয়া উঠিল। কাষ্ঠ-শুষ্ক সব জজ বাবুও ২।৪টা রসের কথা কহিতে লাগিলেন। তিনি জেঠামহাশয়কে বলিলেন,—"মহাশয় রাগ করেন কেন?" জেঠামহাশয়,—"আজ্ঞে, ওটা রাগ নহে।" সব জজ,—'তবু রাগিণী ত বটে!" Watson সাহেবের রসিকতার দুই একটী দৃষ্টান্ত দি। রাধা-বিনোদ বাবুকে introduce করিতে সব জজ বাবু

বলিলেন,—"He is the biggest criminal lawyear at Sylhet." Watson সাহেব,—"You don't allow any body to remain in jail, take them all out." পরিদর্শক পত্রিকার Editor ভারতবাবুকে introduce করিলে, জজ বাহাদুর কহিলেন,—"Then we can confiscate your press." ভারতবাবু,--My Lord as I am thoroughly loyal I need not be afraid of that." Deputy commissioner (District Magistrate) Margarett সাহেব একজন খুব লম্বা চওড়া,—একজোড়া বৃহৎ গোঁফধারী মানুষ। Watson সাহেব তাঁহাকে খুঁজিতেছেন,—"Where is margarett where is Margarett" ঐ সাহেব সম্মুখে উপস্থিত হইলে,—"Oh Margarett, you are here—A very *big* man." Watson সাহেব দুই দিনই ৯টার পর সহরবাসী ভদ্রলোকদের দেখা করিবার জন্য সময় স্থির করিয়াছিলেন। জেঠামহাশয় পূর্ব্বে কটকে ক্রমান্বয়ে দুইজন High Court জজের আগমন দেখিয়াছিলেন। তথায় এরূপ দরবারে দশজন ভদ্রলোকের বেশী আসিতে দেখেন নাই। কিন্তু সীলেট যদিও কটক অপেক্ষা অনেক ছোট সহর,

তথাপি এখানে কটকের দশগুণ অর্থাৎ ১০০ শত লোকের কম হইবে না, দেখা করিতে আসিয়াছিল। সহরের বড় দোকানদার সমরু মিঞা ও লছমন্ বাজ্পাই হইতে আরম্ভ করিয়া রাজা নন্দদুলাল পর্য্যন্ত,—গণ্য, অগণ্য অনেক লোকই দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। এই সম্বন্ধে কথা বার্ত্তার সময় দুই একটী বড় উকীল বলিলেন যে, বোধ হয় এখানে সকলেই বড় হইতে চায়;—এজন্যই এত লোকে দেখা করে। জেঠামহাশয়,—"তাহাও হইতে পারে, কিন্তু আর একটু কারণও আছে। যে সব লোকের অনেক পয়সা আছে, তাহারা ভাল ভাল পোষাক-আষাকও অনেক করিয়াছে; সে গুলা তাহাদের প্রায়ই পুঁটলী বাঁধা প'ড়ে থাকে,—তাহা তাঁহারা ব্যবহার করিবার সময় পান না। অতএব কোন গণ্য-মান্য লোক আসিলে পোষাকগুলারও একবার পঙ্কোদ্ধার হয়,—আর নিজের চক্ষেও একটু বড়লোক সাজা হয়।

জেঠামহাশয়েরও একটী পুরাতন পোষাক ছিল। সেটি পরিধান করিয়া ৯টার সময় দরবারে গিয়া উপস্থিত;—কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহার ডাক হইল,—ভিতরে গিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইলেন। সাহেব নিকটের ভাল চেয়ার দেখাইয়া দিল। উহাতে

বসিয়া এ কথা সে কথার পর বলিলেন,—My Lord, I come to present you an unwritten certificate of the Sylhet public for your wit and humour in the garden party last evening." সাহেব জিজ্ঞাসিলেন,—"তিনি কোন্ কথাটা এমন রসপূর্ণ করিয়া কহিতে পারিয়াছেন?" জেঠামহাশয়,—Mr. Margarett সম্বন্ধে উপরের কথাটা স্মরণ করাইয়া কহিলেন,—"My Lord, God has made you a High Court Judge. Had you not been a Judge you might have been either a mark Twain or our দেশী গোপাল ভাঁড়।" সাহেব হো হো করিয়া হাসিলেন। তারপর বেলা দুইটার সময় সাহেবকে সহর হইতে বিদায় দেওয়া। সহরের অনেক গণ্যমান্য লোক আবার সদর ঘাটে উপস্থিত। সাহেব হাসিয়া হাসিয়া সকলের সহিত সেক্‌হ্যাণ্ড করিতেছেন। জেঠামহাশয়ের সকালের কথাটী বলিয়া ভরসা হইয়া গিয়াছে। তিনি কহিলেন, -' This is the ghat for drowning their idols—and the Sylhet public has come to drown their idol just now in this very ghat where they took him up two days ago." তারপর নিরঞ্জন করিয়া আসিয়া মিষ্টিমুখ করিলেন ও করাইলেন।

ঘেঁটু ফুল।

জেঠামহাশয় আইন ব্যবসায়ী, অতএব সেই ব্যবসায় বিষয়টাই প্রথমে কিছু আলোচনা করিবেন। আইন ব্যবসায়ী বলিলে অনেক জীবজন্তু বুঝায়। উহার ভিতর হাইকোর্টের জজ হইতে মুন্সেফ, ডেপুটী, সবডেপুটী পর্য্যন্ত পড়ে। আবার অন্যদিকে কৌন্সুলী, উকীল, ভেকিল, মোক্তার, তদ্বিরকার পর্য্যন্ত পড়িয়া যায়। আমি botanist ও নহি কি zoologist কি কোন ist ই নহি, নতুবা দেখাইতে পারিতাম যে এক আইন ব্যবসায়ী genusএর ভিতর কতশত species আছে। একটা কথা আছে—"মারি ত গণ্ডার, লুটি ত ভাণ্ডার।" অতএব সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ শ্রেণী কৌন্সুলীই প্রথম ধরা যাউক। তাঁহারাই আইন ব্যবসায়ীদের গণ্ডার কি তদপেক্ষা কোন উচ্চ জীব বলিলেও চলিতে পারে। প্রথম ধরা যাউক তাহাদের মধ্যে ১ নম্বরের, যেগুলি কলিকাতা হাইকোর্টে বিচরণ করেন। না, উপমাটা ঠিক হ'ল না ব'লে বোধ হয়। গণ্ডার ঘাস খায়,—কদাকার,—কাদামেখে থাকে; কিন্তু হাইকোর্টের

মহাশয়েরা সেরূপের জীব নহেন। না তাঁহাদিগকে Royal Bengal Tiger বলা যাইতে পারে। কেন না তাঁহাদের অসীম ক্ষমতা,—গায়ে তেল গড়িয়ে প'ড়্‌ছে। তাঁহাদের পেটও বড় বড় এবং রুচিও উচ্চদরের। তাহা ছোট খাট গরীব গুরবর দিকে নজর দেন না। বড় বড় মোটা মানুষ খান,—এমন কি হাজার দেড় হাজার টাকার তোড়া পর্য্যন্ত নাকি এক দমকে গিলে ফেলেন। না, নামটা ঠিক হয় নাই,—Bengal Tiger হ'তে পারে না; কেন না, সেখানের অধিকাংশই ত British Lion বা তাহার শাবক। আরও একটা কারণ, বর্ত্তমানে সেখানকার সর্দ্দার স্বয়ং সিংহ মহাশয়,—তিনি ঠিক British Lion speciesএর মধ্যে যাইবেন কিনা জানি না, তবে একথা শপথ ক'রে বলিতে পারি যে, তিনি স্বশরীরে সর্ব্বতোভাবে একটী প্রকৃত সিংহ। তেজে, দর্পে, গর্জ্জনে তিনি British Lion অপেক্ষা ত কোন অংশে কম নহেন। কম হইলেই বা British Lion তাঁহাকে সিংহাসনে বসাইবেন কেন? তিনি ত আর লাফ দিয়া সিংহাসনে উঠেন নাই,—তাঁহারাই ত তাঁহাকে সে আসনে বসাইয়াছেন।

অতএব ঐটা স্থির হইল যে, কলিকাতা হাই-

কোর্টে যে সকল কৌন্সুলী বিচরণ করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই সিংহপদবাচ্য; কিন্তু ইহার ভিতরেও অনেক গোল রহিয়া গেল। কোন্‌টি আফ্রিকান্ Lion কোন্‌টি মালয়ান্ ইত্যাদি স্থির করা অনেক বিদ্যা বুদ্ধির কার্য্য, তাহা জেঠামহাশয়ের নাই; অতএব ও নামটিও তাঁহাকে ছাড়িতে হইল। অত গোলে-মালে গিয়া কাজ নাই,—একটা সহজ নাম "ঘোড়া" দেওয়া যাউক। জেঠামহাশয় যখন কলিকাতায় কিছুকাল বাস করিয়াছেন, তখন তিনি অনেক রকমের ঘোড়া নিশ্চয়ই দেখিয়াছেন। তৃতীয় শ্রেণীর ছেক্ড়া গাড়ীর পক্ষীরাজ ঘোড়া হইতে Fitzgrafton (অর্থাৎ Hon'ble Apcar সাহেবের নামজাদা ঘোড়া যেটি ১৯০৬ ও ১৯০৭ সনে Viceroy's Cup মারিয়াছে), Wandin (অর্থাৎ যে ঘোড়াটি গত ডিসেম্বর মাসে ঐ cup মারিয়াছে) পর্য্যন্ত ঘোড়া যাহারা Viceroy's Cup মারিয়া থাকে—ইহার ভিতর শত শত শ্রেণীর ঘোড়া আছে—(Arabian horse, English horse, Waler ইত্যাদি) এত শ্রেণীর মধ্যে classify করা বড় শক্ত হইবে না। কিন্তু উহারা ঘোড়া হইলেও গাধাগুলিও ঐ শ্রেণীর মধ্যেই অন্তর্নিহিত রহিল,—সে বেচারারাই বা যায় কোথায়,—

কিন্তু উকীল কৌন্‌সুলীর মধ্যে গাধা ঘোড়া বাছে কে? জজেরা আর লোকে। এখানে জজ মানে জেলার জজ কি হাইকোর্টের জজ নহেন। দেওয়ানী কার্য্যবিধি-আইনের definitionএর জজ অর্থাৎ বিচারপতি। উকীল কৌন্‌সুলীর ভিতর গাধা ঘোড়া বাছা বড় সহজ কাজ। ৫।৭।১০ বৎসরের মধ্যে তাহা বাছা হইয়া যায় ও তখন গাধা ঘোড়া সকলেই চিনিতে পারে ;—কিন্তু যে বিচারপতিরা ঐ বাছাই কার্য্যে মূর্ত্তিমান ব্যোম্‌, তাহাদের নিজের মধ্যে বাছাই করিতে তাঁহারা বড় মজবুত নহেন। আমি এখন বিচারপতি হইতে হাইকোর্টের জজেদের বাদ দিলাম, কেননা ছোট মুখে বড় কথা শোভা পায় না। তবে হাইকোর্টের উকীল কৌন্‌সুলীরা তাঁহাদের মধ্যেও বাছুনি করেন শুনিয়াছি। সে কথা যাক! মফঃস্বলের বিচারাসনে যে অনেকগুলি জীব বিচরণ করেন, তাহা আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি; কিন্তু তাহাও বলি, তাঁহাদের বেছে বারকরা বড় সহজও নহে। সকলেই ত বোঝা বহিতে পারেন অর্থাৎ প্রায় সকল মুন্সেফেই ত ২০০০।৩০০০ মোকর্দ্দমা নিষ্পত্তি করিয়া থাকেন, কিন্তু রামের ধন শ্যামকে দিলেন, কি কাহার ধন কাহাকে দিলেন, তাহাই বা কত দেখে

কে? আপীল আদালত আছেন বটে, কিন্তু তাহা-দের ভিতরও ত বাছাই করা যায়। এখানেও সেই mathematicsএর বড় কথা personal equation আসিয়া পড়িল। অতএব অত বড় কথার আবশ্যক নাই। গাধা ঘোড়া সকল শ্রেণীর মধ্যেই আছে,—ইহা ঈশ্বরের সৃষ্টি—থাকিবে না ত যাবে কোথায়? বৰ্দ্ধমানের বড় উকীল সেই পঞ্চানন্দ ঠাকুর মহাশয় এক সময় লিখিয়াছিলেন যে, তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, একবার একটী হাতী Senate হাউসের গেট্ দিয়া pass হইয়া গেল,—সেই হাতীটিও নাকি এখন একটী বড় উকীল হইয়াছে। ঐ হাউসের গেটের দরোয়ান দেখে যে, প্রতি বৎসরই ২।১০টি গাধা ঐ গেট pass করিয়া যায়। সে গুলির মধ্যেও কেহ বা উকীল, কেহ বা হাকিম, কেহ বা কিছু নয়, হয়,—ইহাতে আর কাহার কি আপত্য হইতে পারে? যত মনে করি কলির মহাভারত তিন পৰ্ব্বে সারিব, কিন্তু মহাভারত নামের কি গুণ, তাহা যিনি লিখিতে বসেন, তিনিই অষ্টাদশ পৰ্ব্ব ক'রে ফেলেন।

জেঠামহাশয় Barএ গিয়া অনেক নূতন ধরণের গল্প শুনিয়াছিলেন,—তাহার ২।১০টি এখনও বলিতে পারেন। কিন্তু কি জানি, তাহা লোকে শুনিবে

কি না; কিন্তু যা থাক কপালে একটা বলিয়া দেখি। একজন বুড়া উকীল, অনেক বিষয়-সম্পত্তি ক'রেছেন,—এক সময় খুব পসারও ছিল। এখন তাঁহার ছেলে, জামাই পর্য্যন্ত উকীল হ'য়েছেন;—উহঁারা একদিন বলিলেন যে আপনার আর ওকালতীর আবশ্যক নাই,—এক সময় খুব সম্মানে কাটাইয়াছেন, এখন ত আর সে সম্মান নাই। তিনি বলিলেন,—"বাবা, ওকালতীটি *ঢুলির ব্যবসা*, কাঁশী বাজাইয়াই আরম্ভ, আবার কাঁশী বাজাইয়াই শেষ;—উকীলের মত বড় বড় ঢুলিরাও প্রথম কাঁশী ধরে ও পরে যৌবনাবস্থা হইলে, তেরাকেটা ভেঁজে ঢোল ধরে। ২।৩০ বৎসরের মধ্যেই তার মোয়াড়া আর নেয় কে? যখন সে বাউরি চুল নাড়া দিয়া, ঢোল কাঁধে করিয়া আসরে নাবে, তখন তার ২০০ বাহবা ও শাল বক্সিস্। তাহার ঢোল তখন শালে বাঁধিয়া বাড়ী লইয়া যায়; কিন্তু এ্যায়সা দিন নেহি রহেগা,—২।১০ বৎসর পরে তার হাত আর তেমন খেলে না,—তার সেই ঢোলে আর তেমন তেরাকেটা উঠে না,—ক্রমে ঢোল ছাড়িয়া সে আবার কাঁশী ধরে; কিন্তু ঢোলই হউক, আর কাঁশীই হউক, তাহাকে বাজাইতে যাইতেই হইবে। বাজাইতে না গেলে তাহার ভাত হজম হয় না;

সে শীঘ্রই মরিয়া যাইবে। অতএব ঐ বুড়া উকীলটি —কেন অনেক বুড়া উকীলই die in harness.

হাইকোর্টে কৌন্সুলীর সিংহগর্জ্জনের কথা কহিয়াছি। এখন ঠিক পর্য্যায় অনুসারে কহিতে হইলে, ভেকীল ও উকীল বাবুদের বিষয় বলিতে হয়,—কিন্তু তাহা হইলে পুঁথি বাড়িয়া যায়। উহাতে জেঠামহাশয়ের বড় ভয়। কি জানি কেহ না শুনেন, অতএব সংক্ষেপ। একদম মোক্তার-খানায় নেবে পড়া যাউক; কিন্তু বেশী দূর যাওয়া হইবে না। কলিকাতা হইতে ১৫ মাইল মাত্র দূরে শ্রীরামপুর সব্‌ডিভিসন্ - সকলেরই বিদিত আছে। হাবড়া হইতে E.I.R এ উঠিয়া অর্দ্ধঘণ্টায় শ্রীরামপুর পৌছান যায়। কাহারও ইচ্ছা হইলে কথাটা ঠিক কি বেঠিক অনায়াসে পরখ করিয়া লইতে পারেন। তথায় ফৌজদারী কোর্টের মোক্তার—দেবী ভট্টাচার্য্য। ৩০ বৎসর পুর্ব্বে ঐ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের শ্রীরামপুর ফৌজদারী আদালতে দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ ছিল। তিনি এখন স্বর্গে কি মর্ত্ত্যে জানি না। তাঁহার একটী ছেলে জেঠামহাশয়ের সহিত হুগলীতে একত্রে ওকালতী করিত; কিন্তু শুনিয়াছি সে ছেলেটি মারা গিয়াছে। তথায় সব্‌ডেপুটীবাবুর প্রমোশন হইয়া ডেপুটী হইয়াছেন,—গেজেট্ হই

য়াছে। মোক্তার বাবুরা সকলে দলবদ্ধ হইয়া সব্ ডেপুটী বাবুকে congratulate করিতে তাঁহার আদালতে উপস্থিত। প্রচলিত রীতি অনুসারে উঁহাদের সর্দ্দারকেই ঐ কথা কহিতে হয়। দেবী ভট্টাচার্য্য মহাশয় উঠিয়া বলিলেন,—"হুজুর! আজ আমরা গেজেট্ দেখিয়া বড় খুসী হইয়াছি যে, হুজুরের আজ লেজটি খসিয়া গেল—অর্থাৎ "সবটি" খসিয়া গিয়া এখন পূরা ডেপুটী হইলেন। লেজটি একটা বড় ঝঞ্চটে জিনিষ। Darwinএর মতে বানরের লেজ খসিয়া গিয়া মানুষ হইয়াছে। আমরা সর্ব্বদা জলে দেখিতে পাই যে বেঙ্গাচির লেজ খসিয়া গেলেই, সেটা পূরা বেঙ্ হইয়া লাফাইয়া যায়। সমস্ত আদালত হো, হো, করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। মোক্তার খানায় ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার প্রায় সমকক্ষ মোক্তার বাবু—পরাণ সিংহকে বলিলেন,—"ভট্চায্! আজ একটা কথায় গোলাম মারিয়াছে বটে!" সকল বিষয়েই গোলাম মারিয়া কথা কহিতে না পারিলে শুনে কে? রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় গোপাল ভাঁড় গোলাম মারিয়া কথা কহিতে পারিত। যাত্রায় দূতিগিরিতে গোবিন্দ অধিকারী গোলাম মারিতে পারিত। কৌন্সুলী-গিরিতে সিংহ মহাশয়,—ওকালতীতে রাসবিহারী

ঘোষ,—কলমে কালীপ্রসন্ন ঘোষ,—বক্তৃতায় সুরেন্দ্র বাঁড়ুয্যে,—থিয়েটারে গিরীশ ঘোষ ইত্যাদি ইত্যাদি মহাত্মাগণ, যে যার কাজে গোলাম মারিয়া কথা কন ; তাই তাঁহাদিগকে লোকে গুনে।

ঐ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের আর একটী কথা বলিয়া ইতি করিব। উঁহার যখন প্রায় ৫৫ বৎসর বয়স্ তখন তাহা অপেক্ষা ৮।১০ বৎসরের বয়সে ছোট পরাণ সিংহ মোক্তারীতে মাথা কাড়া দিয়া উঠিয়াছে। ভট্টাচার্য্য মহাশযের ঢোলে আর তখন তেমন তেরা-কেটা উঠে না। এক সময় শ্রীরামপুরের আসরে ভট্টাচার্য্য মহাশয ঢোল ধরিলে, আর কাহার সাধ্য আসর লয়,—কত সময় দেখিযাছি বড় বড় উকীল বাবুদেরও তিনি চাপকান ধরিয়া টানিয়া বসাইয়াছেন ; হুজুর, উকীল বাবু আসিয়াছেন আইনের তর্ক তিনি করিবেন,—আমি ফ্যাক্টে দুটা কথা বলে যাই। কিন্তু কালের কি কুটিলা গতি। ভট্টাচার্য্য মহাশয় এখন অনেকটা নরম্ হইয়া পড়িয়াছেন। যদিও এখন মরা হাতী লাখ টাকা। অপর পক্ষে প্রায় এখন পরাণ সিংহ থাকেন ও তারি চোটপাট সওয়াল জবাব করেন। (হাইকোর্ট সওয়ার ও অন্য জায়গায় সিংহ মহাশয় আছে কি ছিল) ভট্টাচার্য্য মহাশয় এখন আর তাঁহাকে কথায় পারিয়া

উঠেন না। এখন বসিয়া বসিয়া দেখিলেন যে সিংহ মহাশয় রীতিমত গর্জ্জন ক'র্‌ছেন। ভট্টাচার্য্য বলিলেন,—"সিঙ্গি, তুমি যতই ক্যান লাফাওনা, গর্জ্জন কর না, তোমায় দেবীর পায়ের নীচে থাকিতে হইবে! কথাটা লাখ কথার এক কথা। ম্যাজিষ্ট্রেট্ শুদ্ধ সমস্ত আদালত হাসিয়া উঠিল। পরাণ সিংহ আসর মারিয়াও মারিতে পারিলেন না। অতএব দেখা যায় যে গাধা, ঘোড়া কোন ব্যবসায়ের একচেটিয়া নহে,—তাহা সকল ব্যবসায়ে আছে,—তাহা হাকিমের মধ্যেও আছে,—উকীল কৌন্‌সুলীর মধ্যেও আছে। তবে হাকিমের মধ্য হইতে উহা বাছিয়া বাহির করা কিছু শক্ত Independent profession মাত্রেই উহার ধাঁ। করিয়া বাছুনি হইয়া যায়।

হাইকোর্টের জজেদের যখন প্রমোশন হয়, তখন তথাকার উকীল কৌন্‌সুলীরা সুমধুর স্বরে শিক্ষিত ভাষায় জজ্ বাহাদুরদের congratualate করিয়া থাকেন, এবং সব্‌ডেপুটী বাবুদের যখন লেজটি খসিয়া যায়, তখন তাঁহাদের আদালতের মোক্তার বাবুরা যে ভাষায় তাঁহাদিগকে congratulate করেন তাহা দেখাইয়াছি। উভয় স্থানের ভাষাতেই মধুরতা আছে,—তবে হাইকোর্টে যে

তাহা শুনা যায় তাহা বড় বাজারের সন্দেশ—এক টাকা দুই টাকা সের;—আর শ্রীরামপুরের যাহা শুনা যায় তাহা দেশী, খাঁটি একোগুড়। বড়বাজারের সন্দেশ চোকো মিষ্টি বেশী খাওয়া যায় না। শ্রীরামপুরের গুড় অল্প মধুর,—উহা নূতন উঠিলে, কেহ কেহ ভাল সন্দেশ ফেলিয়াও উহা তোয়াজ করে খান। জেঠামহাশয় হুগলী জেলার শ্রীরামপুর সব্‌ডিভিসনের লোক; তাঁহার গুড়টি মিষ্টি না হইলেও উহা নূতন উঠিতেছে। কেহ কেহ উহা আদর করিয়া খাইতেও পারেন। এইমাত্র ভরসায় তাঁহার টঁকো গুড়টুকু বাজারে পাঠাইলেন।

জেঠামহাশয়ের আত্মীয় বন্ধু লোকে জানেন যে, তিনি অনেক দেশ ভ্রমণ করিয়াছেন; কেননা তিনি উত্তরে দার্জ্জিলিং ও সিলেট,—দক্ষিণে কটক,—পূর্ব্বে ডায়মণ্ডহারবার - পশ্চিমে এলাহাবাদ পর্য্যন্ত বেড়াইয়াছেন। সাধারণ বাঙ্গালীদের পক্ষে ইহা ত বহুদেশ ভ্রমণই বটে। যখন জেঠামহাশয় প্রথম হুগলী হইতে বরিশাল যান, তখন হুগলী বারের ২।৪ জন B. L, M. A. B. L উহাঁকে জিজ্ঞাসা করিয়া ছিলেন যে, পদ্মা পার হইতে হইবে কোথা হে! তিনিও হঠাৎ উহার উত্তর দিতে পারেন নাই;—ম্যাপ দেখিতে হইয়াছিল যে বরিশাল পদ্মার

কোন্ পারে এবং ম্যাপেও পদ্মার শেষভাগটা এত ঘিচি-মিচি যে তাহা ঠিক করা বড় কঠিন। পূর্ব্ববাঙ্গালার ভদ্রলোকের মধ্যে হয়ত এই কথাটা অতিরঞ্জিত বলিয়া বোধ হইতে পারে। যাঁহাদের এণ্ট্রান্স পাস্ করিতে ইংলণ্ডের forty countries মুখস্থ করিতে হইয়াছে, তাঁহারা M. A. B. L পাস করিয়া বরিশাল পদ্মার এপার কি ওপার জানেন না, এ'কথা হইতেই পারে না। কিন্তু জেঠামহাশয় ভরসা করিয়া বলিতে পারেন যে, সমস্ত বর্দ্ধমান বিভাগের পনর আনা তিন পাই লোকে বলিতে পারে না যে. বরিশাল পদ্মার এপার কি ওপার। কিন্তু ইহা একটী প্রকৃত কথা। জেঠা-মহাশয়ের সত্য কথা লিখিয়াই পুঁথি বাড়িয়া যাই-তেছে, আবার মিথ্যাকথা লিখিবার স্থান ও অবসর কই? পশ্চিম বাঙ্গালার লোকেরা পদ্মাপারকে বড় ডরান। ২।১ জন মধ্যে মধ্যে পদ্মাপার হইয়া ফিরিয়া গিয়া Traveller's tale লম্বা চওড়া গল্প করেন। পদ্মার কুল কিনারা দেখা যায় না,— একদিনে এক মাইল ভাঙ্গিয়া যায়;—সকালে পাড়ি দিলে, বৈকালে গিয়া ওপারে উঠে ইত্যাদি।

আর কয়টি ঘেঁটুফুল।

প্রতিভাশালী লোকের সাধারণ কথাতেও অনেক সময় প্রতিভার জ্যোতি-বিকীর্ণ হইয়া পড়ে। নড়া-লের রত্ন রায়ের কথা ও রাণী রাসমণির কথা অনেকেই শুনিয়াছেন। নড়ালে থাকাকালীন্ রত্ন বাবু ও তাঁহার বংশধরগণের আশীর্ব্বাদক তাঁহাদের প্রতিবাসী জগৎ ভট্টাচার্য্যের নিকট অনেকগুলি গল্প শুনিয়াছিলেন - তাহার দুই একটী নিম্নে দিতেছেন। লোহাগড়া পরগণা জমিদারী লইয়া উহাঁদের উভয়ের কয়েক বৎসর হইতে অনেক মালিমোকর্দ্দমা, মধ্যে মধ্যে লাঠালাঠী পর্য্যন্ত চলিতেছে। এমন সময় বারুণীযোগ উপলক্ষে, উভয়েই ত্রিবেণীর ঘাটে গঙ্গাস্নানে উপস্থিত। কেহ কাহাকে ব্যক্তি-গত চিনিতেন না।—পরস্পরকে নামে মাত্র চিনতেন। রাসমণি স্নান করিতে আসিয়াছেন শুনিয়া কার্য্যবীর রত্নবাবু মনে করিলেন, এই সুবিধায় যদি দুই চারিটা কথা বলিয়া কার্য্যসিদ্ধি করিয়া লইতে পারেন। তিনি লোক দ্বারা জিজ্ঞাসা করিলেন যে, রাসমণি ত শুনিয়াছেন যে নড়ালের রত্ন রায় কিরূপ দুঁদে লোক,—তাহার কত লাঠিয়াল আছে,

—তিনি স্ত্রীলোক, তাঁহার সহিত মোকর্দ্দমায় কি লাঠিবাজীতে রাসমণি কি পারিয়া উঠিবেন? তবে লোহাগড়ার বিষয়টা তাঁহার সহিত রফারফিয়ৎ ক'রে লন না কেন? একগলা গঙ্গাজলে নিমগ্না রাসমণি লোকদ্বারায় উত্তর করিলেন,—"আজ আমার বড় সৌভাগ্য যে রতনবাবুকে নিজে দুকথা বুঝাইয়া বলিতে পারিয়াছি। তিনি বলিতেছেন যে আমি স্ত্রীলোক, পুরুষের সহিত কিরূপে আমার লড়াই করা সম্ভবে। তা তিনি ত অনেক পুরাণ শাস্ত্রাদি পড়িয়াছেন; তাহাতে কি দেখেন নাই যে, লঙ্কায় রাবণ, হিমালয়ে শুম্ভ-নিশুম্ভ ইত্যাদি বড় বড় বীর ও দৈত্য-দানব সকলেই শক্তির হস্তে নিধন হইয়া মুক্তিলাভ করিয়াছেন। এ কলিকালে যদি রতনবাবু সেইরূপ বীর হইয়া থাকেন, তবে আমি সেই শক্তিরূপিণী, তাঁহার নিধন আমারই হস্তে হইবে।" A Greek met a Greek.

রতনবাবুর আর একটী প্রতিভার গল্প করি। আমীরাবাদ পরগণা জমিদারী কিনিয়া অবধি ৮।১০ বৎসরেও তিনি উহা শাসন করিয়া উঠিতে পারেন নাই। উহাতে ৫০৲ মাহিনার একটী জাঁহাবাজ নায়েব নিযুক্ত করিবেন ঘোষণা দিয়াছেন, (তখনকার কালে ৫০৲ টাকা একটা বড় মাহিনার চাকুরী

ছিল,—উহাতে খাইয়া পরিয়া অনায়াসে দোল, দুর্গোৎসব করা চলিত, আর তখন খবরের কাগজও ছিল না যে, উহাতে নায়েব নিযুক্তের জন্য বিজ্ঞাপন দিবেন।) অনেক লোকে ঐ কর্ম্মের জন্য দরখাস্ত করিয়াছে—উহারা সকলেই পাকা পাকা জমিদারীর আমলা,—কেহ নায়েব, কেহ কারকুন, কেহ গোমস্তা, কেবল একজন ঐ রতনবাবুরই এক গোমস্তার রসুইকার ব্রাহ্মণ। ১৭ই ফাল্গুন নায়েব নির্ব্বাচনের দিনস্থির আছে—ঐ গোমস্তা সদর কাছারী নড়ালে যাইবেন, তথায় রতনবাবুই নায়েব নির্ব্বাচন করিবেন। ঐ ব্রাহ্মণ কহিল,—"বাবু, আপনাদের সঙ্গে নড়াল যাইতে চাহি।" কেন ঠাকুর নড়াল কেন যাবে? আজ্ঞে সদরকাছারী কখনও দেখি নাই,—আর রতনবাবু ভারী জমিদার, তাঁহার দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ, তাঁহাকে একবার দর্শন ক'রে আসব, আর আপনাকে তথায় একমুঠা রেঁধে দিব। আচ্ছা চল।

এখনকার হাকীমদের নিকটে যেমন এক এক-জন পেস্‌কার বসিয়া থাকে, রতনবাবুরও একজন পেস্‌কার ছিল। নায়েবির জন্য ১৫ খানা দরখাস্ত পড়িয়াছে। পেস্‌কার মহাশয় উহার ভিতর বাছুনি করিয়া ঐ ব্রাহ্মণের দরখাস্ত সকলের শেষ রাখিয়া

দিলেন। রতনবাবুর মস্ত বৈঠকখানা,—উহার আগা গোড়া ফরাশ পাতা,—৪।৫টা বড় বড় তাকিয়া পড়িয়াছে, তন্মধ্যে ১টা সর্ব্বাপেক্ষা বড়,—সেইটা রতনবাবুর আসন। তাকিয়ার দুইপাশে দুইটা বড় বাঁধা হুঁকা—(তখন গুড়গুড়ির চাল্ বড় হয় নাই) আর সামনে সব আমলা, ফয়লা, ভদ্রলোক, ভট্টাচার্য্য ও জগৎ ভট্টাচার্য্যের মত ২।৪ জন আশীর্ব্বাদক ব্রাহ্মণ। তন্মধ্যে রতনবাবু সমাসীন। পেস্কারবাবুর কৃতপর্য্যায় অনুসারে দরখাস্তকারীগণকে ক্রমে একে একে ডাকা হইতেছে। কেহ বলিলেন, আজ্ঞে আমি অমরশি পরগণার নায়েব, ৫ বৎসর আছি। কেহ বলিলেন, আমি অমুক জায়গার তহশীলদার, ১০ বৎসর আছি,—আমার কোন পদোন্নতি হয় না। কেহ কহিল, আমার এখন চাকরী-বাকরী নাই,—পূর্ব্বে যশোহরে মোক্তারী করিতাম,—ফারসি ভাল লিখিতে পড়িতে জানি। শেষে ঐ পাচক ব্রাহ্মণের দরখাস্ত পেস হইল,—সে আসিয়া দাঁড়াইল। পেস্কার হাসিতে হাসিতে রতনবাবুকে পূর্ব্বেই বলিয়া রাখিয়াছিলেন যে তাঁহার গোমস্তার পাচক ব্রাহ্মণ এক দরখাস্ত ক'রেছে। রতনবাবু,—"আচ্ছা নায়েব করিতে হইলে কি কি চাই বল দেখি?" আজ্ঞে আপনি যেমন তাকিয়াতে বসিয়া আছেন, অমনি

একটা বড় তাকিয়া আর ঐ রকম তুইটা বাঁধা হুঁকা চাই। আর কি চাই? আজ্ঞে এক হাত লম্বা একটা হুঁকার নল চাই। আর? আজ্ঞে আমার মত এক জোড়া বড় গোঁফ চাই ও পঞ্চমের উপর আওয়াজ চাই। রতনবাবু লক্ষ্য করিতেছিলেন যে, রাঁধুনি বামুণ হইলেও লোকটা বড় কেওকেটা নহে,—মাথায় কিছু আছে বলিয়া বোধ হয়। আচ্ছা এ সব ত হোল—তা তুমি ত লেখাপড়া জান না,—লেখাপড়ার কাজটা কেমন ক'রে চল্‌বে হে? লেখা-পড়ার কাজ ত মুহুরীতেই ক'রে থাকে, আর আমি দস্তখত করিতে জানি। রতনবাবু বলিলেন,—"ওহে, সকলের মধ্যে এইটাই দেখিতেছি মানুষের মতন। ইহারই মাথা আছে ও ভরসা আছে। তোমাকেই আমীরাবাদের নায়েব নিযুক্ত করিলাম।" ব্রাহ্মণ,—আজ্ঞে, রতনেই রতন চেনে।

"বলী বলং বেত্তি ন বেত্তি নির্ব্বলী—
গুণী গুণং বেত্তি ন বেত্তি নিগুর্ণী।
পিকো বসন্তস্য গুণং ন বায়সঃ
করী মৃগেন্দ্রস্য বলং ন মূষিকঃ॥"

উহার অর্থ:—একজন বলবান, আর একজন বলবানের বল বুঝিতে পারে। একজন গুণীব্যক্তি আর একজনের গুণ বুঝিতে পারে। বসন্তকালের

গুণ কোকিলে বুঝে, কাকে তাহা বুঝে না। হাতীর ঘাড়ে সিংহ লাফাইয়া উঠিলে, সিংহের কত বল হাতী তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে; মূষিকের উপর সিংহ পড়িলে, মূষিক সিংহের বলের কোন ওজন বুঝিতে পারে না।

"কমলালেবু প্রাণ।
সিলেটে জন্ম তোমার বেলেঘাটায় স্থান॥"

এটি কাহার লেখা জানিনা, শুনিয়াছি এটি রবী-বাবুর কোন পুস্তকে আছে। ইহা যদি তাঁহার হয়, তবে উদ্দেশে তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। তাঁহাকে চিনি না, তাঁহার সহিত আলাপ নাই। তাঁহারই কথায় বলিতে গেলে, "এখনও তারে চোখে দেখি নাই, শুধু বাঁশী শুনেছি।" কিন্তু তিনি যদি বৃন্দাবনের বাঁশী ধরিতে শিখিয়া থাকেন, তবে তাহা বড় সোজা জিনিব নহে। আহা! কত "শুষ্কহৃদয়" সেই অদৃশ্য বাঁশীর রবে সরস হইয়া উঠিয়াছে, কত শত গোপিনী উন্মাদিনী হইয়া সেই বংশীধ্বনির অনুসরণে, যমুনার কালজলে ঝাঁপ দিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, কলির সেই বংশীধারী কলিকাতার বেলেঘাটায় বসিয়া "কমলা লেবু প্রাণের" সহিত আলাপ করিলেন। জীবন্ত কমলা সিলেটে কদম্ব-ডালে কিরূপে ঝোলে, দোলে, খেলে তাহা যদি

একবার চক্ষে দেখিতেন, তবে তিনি সিলেটকে বৃন্দাবন বানাইয়া ফেলিতে পারিতেন,—তবে আজ কত শত ভক্তবৃন্দ সেই সিলেট বৃন্দাবনের দিকে দৌড়াইত ও কদম্বডালে কমলা দেখিয়া ভক্তিরসে ভাসিয়া অনায়াসে ভবসিন্ধু পার হইয়া যাইত।' সিলেট, তুমি ভক্তিরসে ভাসিবার জায়গা বটে। কি বলিব, আমার লেখনীর জোর নাই নতুবা আমি তোমাকে Sir Walter Scottএর মত আজ High land বানাইয়া ফেলিতে পারিতাম। যে High land নিবীড় জনশূন্য জঙ্গল মাত্র ছিল, Sir Walter Scottএর Lady of the Lake লেখার পর তাহা বৃন্দাবন হইয়া উঠিল। কত শত Sir Walter ভক্ত ইউরোপ, আমেরিকা হইতে সেই High land বৃন্দাবনের দিকে দৌড়াইল ও তাহাকে একটা গণ্যমান্য জায়গা করিয়া তুলিল। কোথায় Sir Walter Scott, কোথায় রবীন্দ্র ঠাকুর। তোমরা যদি সিলেটে যাইতে ও তাহার রূপে মুগ্ধ হইয়া, তোমাদের তেজস্বিনী লেখনীর দ্বারা সেইরূপের চিত্র অঙ্কিত করিয়া জনসমাজের সমক্ষে ধরিতে, তবে আর আজ সিলেট দীন-দুঃখিনী কাঙ্গালিনীর বেশে এক পার্শ্বে বসিয়া কাঁদিত না।

সিলেট, তুমি ভক্তিরসে ভাসিবার জায়গা বটে—কথার বিশেষ সার্থকতা আছে। ভক্তপ্রেমবীর মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের পিতা জগন্নাথ মিশ্রের পিতার জন্মস্থান ঢাকা দক্ষিণ,—তাহা সিলেট হইতে পনর মাইল দূরে ঐ জেলাতেই অবস্থিত। এখনও তথায় নিতাইচৈতন্যের মূর্ত্তি, জগন্নাথ মিশ্রের বহু গোষ্ঠি-গণের ভরণপোষণ অর্জ্জন করিয়া দিতেছেন। ঐ গোষ্ঠির একজন শিক্ষিত লোক—বাবু লাবণ্য গোস্বামী, যিনি এখন সিলেটে উকীল হইয়াছেন,—তাঁহার মুখে আমার নিম্নলিখিত গল্পটি শুনা, এবং অন্যান্য ভদ্রলোকেও ঐ কথার সমর্থন করিয়াছেন। সিলেট জেলার অনেক ভদ্রলোক বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী। লাবণ্য গোসাঞের ও তাঁহার বংশধরগণের অনেক শিষ্য আছে। লাবণ্য যদিও দুই তিন বৎসর ওকালতি আরম্ভ করিযাছেন, তথাপি তিনি এখনও গুরুগিরি ব্যবসাটি সম্পূর্ণ বজায় রাখিয়াছেন। তাঁহার অনেক মক্কেল তাঁহার শিষ্য বা তাহাদের আত্মীয়। আমি লাবণ্যকে আদর করিয়া গোসাঞিজী বলিয়া ডাকিতাম। তিনি দেখিতে অতি সুন্দর সুপুরুষ যুবক,—গৌরাঙ্গদেবের বংশ-ধরের উপযুক্ত চেহারা বটে, আর প্রকৃতিতেও তিনি তাঁহারই বংশধর বটেন। সদাই তাঁহার হাস্যমুখ

এবং "নীচ যদি উচ্চ ভাবে, সুবুদ্ধি উড়ায় হাসে" Philosophyর তিনি একজন শিষ্য।

যখন চৈতন্যদেব সমস্ত বঙ্গদেশের জিনিষ হইয়াছেন, এমন সময় তিনি একবার ঢাকা দক্ষিণ গিয়াছিলেন। তাঁহার বংশধরের মধ্যে একজন একদিন বলিলেন,—"বাবা, তুমি এত বড় লোক হইয়াছ; কিন্তু তোমার বংশধরগণের কি করিলে?" তিনি কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া বলিলেন যে, আপনার বাড়ীর সামনের ঐ বড় নিমগাছটা কাটিয়া, নিমাই-চৈতন্য মূর্ত্তি স্থাপন করুন। সেই মূর্ত্তিই এই বংশধরগণের প্রতিপালক হইবেন। তাঁহারা তাহাই করিয়াছেন। এখন ঢাকাদক্ষিণ একটী প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব তীর্থ। রাস, দোল, নন্দোৎসব ইত্যাদি অনেক কৃষ্ণলীলার পার্ব্বণ তথায় হইয়া থাকে এবং সেই সব পর্ব্বোপলক্ষে তথায় অনেক ভক্তবৈষ্ণব সমাগত হয়েন এবং তাহাতেই ঐ বংশধরগণেব ভরণপোষণের সংস্থান হয়। এখন উহারা প্রায় চল্লিশ ঘর হইয়াছেন; কিন্তু তাহাদের কাহাকেও অন্নাভাবে মরিতে হয় না। ভগবানের কি লীলা কে জানে! কত লোক কত বিষয়-বৈভব, জমিদারী রাখিয়া যাইতেছেন,—তিন পুরুষের মধ্যে তাহার কোন চিহ্নও থাকে না। কিন্তু মহাপ্রভু যে কীর্ত্তি-স্থাপনের

কথা বলিয়া গিয়াছেন, তাহাতেই তাহার বংশধরগণের অনায়াসে ভরণপোষণ চলিয়া যাইতেছে। ঐ কীর্ত্তিটী তাঁহাদের একটী খণ্ড জমিদারী।

তাহার পর সিলেটের চা-বাগান,—ইহা এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। আহা! আজ কত শত বাঙ্গালী সকালে উঠিয়া এক কাপ্ চা খাইয়া শরীরে কত বল ও মনে কত স্ফূর্ত্তি পায়! অনেক বিষয়ের গান আছে; প্রসিদ্ধ রূপচাঁদ পক্ষী গাঁজার গানও লিখিয়া গিয়াছেন, কিন্তু এমন সুন্দর চায়ের গান ত কখনও শুনি নাই! It should not die unmourned, unsung. লেখক একদিন চা খাইয়া বসিয়া নিম্নলিখিত গানটি বাঁধিয়াছিলেন;—

চা আমার সোণার বরণ;
বর্ণকাল পাতার রঙে, ওরে, তুমি পাও জীবন;
চিনি, দুধ মিশিয়ে তাতে, যখন আনে কা'পেতে,
আমার তা খেতে খেতে, স্ফূর্ত্তিতে প্রাণ বয় উজান।
জন্ম তোমার কুঞ্জবনে, সিলেট আর আসামে,
জন্মদাতা সাহেব বিবি, তুমি কুলীনের সন্তান॥

কলিকাতা অঞ্চলের লোকে বেড়াইতে বাহির হইলে, কেবল কাশী, গয়া, বৃন্দাবনের দিকেই দৌড়ান। আজকাল ঐদিকে প্লেগ হইয়া এবং B. N. R. রেল খুলিয়া এখন পুরী, কটক, ওয়ালটেয়ারের দিকেও

যান ; কিন্তু গোয়ালন্দ, চাঁদপুর, সিলেটের দিকে কেহ যান না। আমার অনুরোধ যে ভাই সকল! এদিকে একবার পথ ভুলিয়া আইস। দেখিবে, গোয়ালন্দে পদ্মানদীর কি বাহার! এলাহাবাদে গঙ্গা-যমুনার সঙ্গম দেখিয়া মনে কত আনন্দ পাইয়াছ,—একবার গোয়ালন্দে পদ্মা-যমুনার (ব্রহ্মপুত্রের এই অংশকে যমুনা কহে) মিলন দেখ তারপর মেল ষ্টিমারে উঠিয়া চাঁদপুর যাও, এবং তথায় ষ্টিমার হইতে নামিয়া Assam Bengal Ry. চাঁদপুরে উঠিয়া বরাবর রেলে আসাম ডেব্রুগড় পর্য্যন্ত রেলে চলিয়া যাও। পথে কত দেখিবার জিনিষ আছে, তাহার মধ্যে সিলেট জেলার চা-বাগান সকল একটী দৃশ্য। এক মাইল, দুই মাইল, তিন মাইল জুড়িয়া এক একটী চা-বাগান,—উহার ভিতর দিয়া কেমন সুন্দর পাকা রাস্তা সকল—তাহার উপর দিয়া ঘোড়ার গাড়ী যায়। আর বাগান সকল কিরূপ সুন্দরভাবে তৈয়ার হইয়াছে,—তাহার ভিতর কিরূপ শৃঙ্খলা, কি সুন্দর দৃশ্য! বাগানের পর বাগান,—Engine Houseএর পর Engine House! ঐ রেলের উপর দিয়া সিলেট ছাড়িয়া কাছাড় জেলায় পড়িলেই, Hill Section আরম্ভ হইল। ঐ পার্ব্বতীয় প্রদেশের মধ্যে ২২ বাইশটি

tunnel আছে—উহার ভিতর দিয়া রেল চলিয়া যায়। দার্জ্জিলিং রেল পর্ব্বতের গায়ে গায়ে ঘুরিতে ঘুরিতে উঠিয়াছে, আসাম বেঙ্গল রেল পর্ব্বতের ভিতর দিয়া ভিতর দিয়া উঠিয়াছে। এত tunnel আর কোন রেলেতে নাই। বেলা ৮ আটটার সময় রেলগাড়ী প্রথম tunnelএ প্রবেশ করে ও সমস্ত দিন tunnelএর পর tunnel পার হইতে হইতে শেষ tunnel অর্থাৎ দ্বাবিংশটি প্রায় বেলা ৩ তিনটার সময় পার হয়। বড় বড় tunnel গুলি পার হইতে প্রায় ৫।৭ মিনিট লাগে। উহার ভিতর যে অন্ধকারের ভিতর দিয়া রেল যায় তাহা বর্ণনার অতীত। Milton তাঁহার Paradise Lostএ যে Hillএর অন্ধকারের বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতেই আমি refer করিলাম। যাঁহাদের ইংরাজী রকম খাইতে কোন আপত্তি নাই তাঁহাদের কোন কষ্ট নাই। সিলেট যাইতে হইলে করিমগঞ্জ ষ্টেসনে নামিয়া নৌকা করিয়া যাইতে হয়। নৌকায় যাইতে যাইতে অনেক স্থানে পর্ব্বতশ্রেণীর কি বাহার!—উহা খাসিয়া ও জৈন্তিয়া পাহাড় বা বিশাল হিমালয়ের নিম্নতর শাখামাত্র। সিলেট সহরের দুই এক মাইলের মধ্যেই অনেকগুলি পাহাড় ও তাহার গায়ে গায়ে সকল চা-বাগান

আছে। বর্ষাকালে সিলেট পর্য্যন্ত জাহাজ যায় ও জাহাজে যাইতে যাইতে ছাতক ইত্যাদি জায়গায় নদীর দুধারি প্রায় ১০ দশ মাইল ব্যাপিয়া সকল চুণের কারখানা দেখিতে পাওয়া যায়। সেই চুণেই আজ কলিকাতা প্রভৃতি যত বড় বড় সহর সুধাধবলিত প্রাসাদে পরিপূর্ণ হইয়াছে; অতএব তাহাও একটা দেখবার জিনিষ।

সিলেটের মতন এত নানাবর্ণের মাটি, দার্জ্জিলিং গিয়াও দেখিতে পাই নাই। নানা পাহাড়ে ও নদী দিয়া সিলেট যাইতে যাইতে দুধারে ঈশ্বর কত রঙের মাটি দিয়া পৃথিবী গঠন করিয়াছেন তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। পথে গোলাপগঞ্জের নিকট একটী ক্ষুদ্র পাহাড়ের প্রায় আধখানা নদীগর্ভে নিমগ্ন হইয়াছে। ঐ পাহাড়ের স্তরে স্তরে এত রঙের মাটি দেখা যায় যেন বিশ্বকর্ম্মা ভূতলে রামধনুকের ছবি দেখাইয়াছেন।

তাই বলিতেছি,—আহা, কাঙ্গালিনী সিলেট! তুমি একপাশে পড়িয়া আছ। আজ যদি তুমি কোন Sir Walter প্রসব করিতে, তবে তোমাকে তিনি High land করিতে পারিতেন ও আজ পৃথিবীর সমস্ত সভ্য লোকে সিলেট-তীর্থে গমন করিত।

সমাপ্ত।

BENGAL LIBRARY
12 SEP 19..

কঙ্কাবতী, ভূত ও মানুষ, ফোক্‌লা-দিগম্বর,
মুক্তামালা প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা
শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়-প্রণীত।

ময়না কোথায় ?

বঙ্গ-সাহিত্যে ত্রৈলোক্যবাবুর স্থান অতি উচ্চ। উপন্যাস রচনায় যে সমস্ত কৃতিত্বের আবশ্যক, "ময়না কোথায় ?" উপন্যাসে তৎ-সমস্তই বিদ্যমান আছে। গ্রন্থকার সংসারের নরনারী চরিত্রবর্ণনে যেরূপ দক্ষতা দেখাইয়াছেন,—সচরাচর সকল পুস্তকে সেরূপ দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায় না, সংসারে বর্ত্তমান সুখ-স্বচ্ছন্দতার মোহে বিভিন্ন প্রকৃতির মানব দম্ভভরে কিরূপে আপন ক্ষমতা প্রকাশের চেষ্টা পায়, এবং পিশাচিনীসদৃশী গৃহিণীর ঘৃণিত ব্যবহারে কোন কোন কুলবধূকে কিরূপ মর্ম্ম-যাতনা ভোগ করিতে হয়, তাহা যদি জানিতে চাহেন,—এই সংসার-মরুমাঝারে সারাৎসার অর্থের কুহকে মানুষ কিরূপ ভ্রমান্ধ, তাহা যদি হৃদয়ঙ্গম করিবার বাসনা থাকে, তবে ময়না কোথায় ! উপন্যাসখানি পাঠ করুন।

মূল্য ১৲ টাকা মাত্র

দেশপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক উপন্যাসলেখক
ভূতপূর্ব্ব সব জজ,
স্বর্গীয় চণ্ডীচরণ সেন প্রণীত ও সঙ্কলিত

পুস্তকাবলী।

১। এই কি রামের অযোধ্যা!

মূল্য ১॥০ টাকা স্থলে ৸০ আনা।

২। অযোধ্যার বেগম।

মূল্য ২৲ স্থলে ১৲ টাকা মাত্র।

৩। দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দসিংহ।

মূল্য ১॥০ টাকা স্থলে ৸০ আনা।

৪। মহারাজা নন্দকুমার।

মূল্য ২৲ টাকা স্থলে ১৲ টাকা।

৫। ঝান্সীর রাণী।

মূল্য ২৲ টাকা স্থলে ১৲ টাকা।

৬। টম্‌কাকার কুটীর।

মূল্য ২৲ টাকা স্থলে ১৲ টাকা।

৭। মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা-প্রদাতা

লর্ড মেটকাফের সংক্ষিপ্ত জীবনী।

মূল্য ২৲ টাকা স্থলে ১৲ টাকা।